বিরাজবৌ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মূল্য ১।০ আনা।

বিরাজবৌ

আজ সকালে নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনূঢ়া ভগিনী হরিমতি, নিঃশব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া, আন্দাজ করিয়া একহাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া, সস্নেহে কহিল, "সকাল বেলাই কান্না কেন দিদি?"

হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, "বউদি' গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং 'কাণী' বলিয়া গাল দিয়াছে।"

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কাণী বলে? অমন দুটি চোখ থাকতে যে কাণী বলে সেই কাণী! কিন্তু, "গাল টিপে দেয় কেন?"

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মিছিমিছি।"

"মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি"—বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল—

"বিরাজ বৌ?"

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, সকলে বিরাজ-বৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সেই গৃহিণী। বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সে অবধি সে নিঃসন্তান। রান্না ঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর

তাকে বাহিরে আসিয়া, ভাই বোন্‌কে একসঙ্গে দেখিয়া, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "পোড়ামুখি, আবার নালিশ কত্তে গিয়েছিলি ?"

নীলাম্বর বলিল, "কেন যাবে না ? তুমি 'কাণী' বলেচ, সেটা তোমার মিছে কথা। কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন ?"

বিরাজ কহিল, "অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে, চোখে মুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।"

নীলাম্বর বলিল, "না। ঝিকে গয়লা বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু, তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন ? ও কাজটা ত তোমার নয়।"

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমি মনে করেচি দুধ দোয়া হয়ে গেছে।"

"আর কোন দিন মনে ক'র" বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাম্বর হাসিয়া বলিল,

"তুমিও এক দিন ওর বয়সে মায়ের পাখী উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে খাঁচার পাখী উড়্‌তে পারে না। মনে পড়ে ?"

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "পড়ে; কিন্তু, ও বয়সে নয়—আরও ছোট ছিলাম" বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, "চল না, দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি আম পাক্‌ল কি না।"

হরিমতি বলিল—"তবে, সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না ?"

নীলাম্বর বলিল, "তোর দাদাই কি কিছু তাদের দিয়েছে রে ?"

"কেন দাওনা দাদা, আমাদের ত এত আছে।"

নীলাম্বর সহাস্যে বলিল, "তবুও তোর দাদা দিতে পারে না। কিন্তু, তুই যখন রাজার বউ হবি দিদি, তখন দিস্।"

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল,

"যাঃ।—"

নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মা-বাপ-মরা এই ছোট বোন্‌টিকে সে যে কত ভালবাসিত, তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড় বউ-ব্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন। সেই দিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্ত্তন গাহিয়াছে, গাঁজা খাইয়াছে ; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্ত্তের জন্য অবহেলা করে নাই। এমনই করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই, হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শুনা গেল।—"পুঁটি, বউমা ডাক্‌চেন, দুধ খাবে এস।"

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "দাদা, তুমি ব'লে দাও না, এখন দুধ খাব না।"

"কেন খাবে না দিদি?"

হরিমতি বলিল, "এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।"

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু, যে গাল টিপে দেবে সেত বুঝ্‌বে না।"

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, "পুঁটি!"

নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, "যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন্, আমি ব'সে আছি।"

হরিমতি অপ্রসন্ন-মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমিই ব'লে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, ও খাবে না, সে খাবে না—শেষ কালে কি না মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে!"

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল—"এই ত, এত তরকারি হয়েচে।"

"এত কত? ঐ থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষ মানুষ খেতে পারে? এ সহর নয়, যে সব জিনিস পাওয়া যাবে;—পাড়া-গাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কি না তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি, কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—সে ত হবে না—আজ

থেকেই গিন্নী। কিন্তু, আর পাঁচজনের ঘরেও দেখ্‌চি ত। ঐ যে ছোটবেলা থেকে বকাঝকা মারধোর সুরু হয়ে যায়—শেষে বড় হলেও সে দোষ ঘোচে না—বকাঝকা থামে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটি করিনে—নইলে, পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ী থেকে ঘট্‌কী এসেছিল। সর্ব্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না, আরও দুবছর থাক্।"

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুই কি পণ নিয়ে মেয়ে বেচবি না কি রে!"

বিরাজ বলিল, "কেন নেবনা? আমার একটা ছেলে থাক্‌লে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আন্‌তে হ'ত না? আমাকে তোমরা তিনশ টাকা দিয়ে কিনে আননি? ঠাকুর পোর বিয়েতে পাঁচশ টাকা দিতে হয়নি? না না, তুমি আমার ও সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।"

নীলাম্বর অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দি' বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিইনে—আমি পুঁটিকে দান করব।"

বিরাজ স্বামীর মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই ক'র—এখন খাও—ছুতো ক'রে যেন উঠে যেও না।"

নীলাম্বরও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—“আমি বুঝি ছুতো ক’রে উঠে যাই ?”

বিরাজ কহিল—“না—এক দিনও না। ও দোষটি তোমার সত্তুরেও দিতে পারবে না। এ জন্যে কতদিন যে আমাকে উপোস ক’রে কাটাতে হয়েচে, সে ছোট বৌ জানে। —ও কি ! খাওয়া হ’য়ে গেল না কি ?”

বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুধের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শীগ্‌গীর যা—ছোট বো’র কাছ থেকে ছুটো সন্দেশ নিয়ে আয়—না না, ঘাড় নাড়লে হবে না—তোমার কখ্খন পেট ভরেনি—মাইরি বল্‌চি, আমি তা’ হলে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্য্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।”

হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলো সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “আচ্ছা, তুমিই বল, এত গুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি ?”

বিরাজ মিষ্টান্নের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল—“গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হ’য়ে খাও—পারবে।”

“তবু খেতে হবে ?”

বিরাজ কহিল—“হাঁ। হয় মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয়, এ জিনিসটা একটু বেশী ক’রে খেতেই হবে।”

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "পাগ্‌লামি নয়? আসল পাগ্‌লামি! মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মাতে ত বুঝ্‌তে স্বামী কি বস্তু; তখন বুঝ্‌তে এমন দিনে তাঁর জ্বর হ'লে, বুকের ভেতরে কি ক'র্‌তে থাকে।" বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল, "পুঁটি, ঝি পূজো নিয়ে যাচ্চে, সঙ্গে যাস্‌ত যা, শীগ্‌গীর ক'রে নেয়ে নিগে।"

পুঁটি আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব বৌদি'।"

"তবে দেরি করিস্‌নে, যা ঠাকুরের কাছে তোর দাদার জন্যে বেশ ক'রে বর চেয়ে নিস্।"

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "সে ও পারবে, বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পার্‌বে।"

বিরাজ হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'তা মনে ক'রনা। ভাই বল, আর বাপ মাই বল, মেয়ে মানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ মা গেলে দুঃখ কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্ব্বস্ব যায়! এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা, দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয়নি যে উপোস ক'রে আছি— কিন্তু, কৈ, ডাকত তোমার কোন্ বোন্‌কে দেখি কেমন—"

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"আবার!"

বিরাজ বলিল, "তবে বল কেন? পাগ্‌লামি করেচি কি, কি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি ত তা হলে একটি দিনও বাঁচতুম না, সিঁথের এ সিঁদূর তোলবার আগে এ সিঁথে পাথর

দিয়ে ছেঁচে ফেল্‌তুম। শুভযাত্রা ক'রে লোকে মুখ দেখ্‌বে না, শুভ কর্ম্মে লোকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু হাত লোকের কাছে বার কর্‌তে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না, ছি ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা! সে কালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সেই ছিল ঠিক কাজ! পুরুষ-মানুষে তখন মেয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝ্‌ত; এখন বোঝেনা।"

নীলাম্বর কহিল, "না, না, তুই বুঝিয়ে দিগে।"

বিরাজ বলিল, "তা পারি। আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পারবে—আমি একলা নয়। যাক্, কি সব ব'কে যাচ্ছি,"—বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ, কপালের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, "গায়ে কোথাও ব্যথা নেই ত?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

বিরাজ বলিল, "তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই এইবার দুটো রাঁধবার জোগাড় করিগে—সত্যি বল্‌চি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার এক খানা হাত কেটে দেয়, তা হলেও বোধ করি রাগ হয় না।"

যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা, কবিরাজ মশাইকে এখন ডেকে আন্‌তে হবে কি?

নীলাম্বর কহিল, "না না, আর আবশ্যক নেই।"

যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ

পুঁটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "করব।"

নীলাম্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, "আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি।"

"চাদর আর ছাতি?"

নীলাম্বর কহিল "হুঁ।"

হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপ্ রে! বৌদি' ঠিক ঐই দিকে মুখ ক'রে খেতে বসেচে যে।"

নীলাম্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "পারবিনে আন্‌তে?"

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল—"না দাদা, দেখে ফেল্‌বে; তুমি শোবে চল।"

বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া, সে শুধু মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোট বোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাম্বর চুপ করিয়া মনে মনে নানারূপে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথাটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারিলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণা উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল ও মসৃণ সিমেন্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও মামীকে চার পাতা জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়ীতে শুদ্ধমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে, কি করিয়া যে এ যাত্রা তাহার সিঁথার

সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়াও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না। এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাম্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল,—

"একটি কথা রাখ্‌বে বিরাজ?"

বিরাজ দোয়াতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "কি কথা?"

"যদি, রাখত বলি।"

বিরাজ কহিল, "রাখ্‌বার মত হলেই রাখ্‌ব—কি কথা?"

নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ব'লে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখ্‌তে পারবে না।"

বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না—ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল, হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আচ্ছা বল, আমি কথা রাখ্‌ব।"

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে বলিল, "দুপুর বেলা মতি চাঁড়াল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল—তাদের বিশ্বাস আমার পায়ের ধূলো না পড়্‌লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না—আমাকে একবার যেতে হবে।"

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে?"

বিরাজবৌ

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।"

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'হুঁ'। তারপরে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

[৩]

বছর তিনেক পরের কথা বলিতেছি। মাস দুই পূর্ব্বে হরিমতি শ্বশুর ঘর করিতে গিয়াছে; ছোট ভাই পীতাম্বর এক বাটীতে থাকিয়াও পৃথগন্ন হইয়াছে। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেইখানে নীলাম্বর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিরাজ নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "হঠাৎ বাইরে যে?"

বিরাজ একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।"

"কি?"

বিরাজ বলিল, "কি খেলে মরণ হয় ব'লে দিতে পার?"

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, "হয় ব'লে দাও, না হয়, আমাকে খুলে বল কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ?"

"শুকিয়ে যাচ্চি কে বললে?"

বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, "হাঁ গা, কেউ ব'লে দেবে তবে আমি জান্‌ব একি সত্যই তোমার মনের কথা?"

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না রে তা' নয়। তবে তোর নাকি বড় ভুল হয় তাই জিজ্ঞেস্ কচ্চি একি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস্।"

বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, "কত বল্লুম তোমাকে পুঁটির আমার এমন জায়গায় বিয়ে দিওনা—কিছুতেই কথা শুন্‌লে না। নগদ যা' ছিল গেল, আমার গায়ের গয়নাগুলো গেল, যদু মোড়লের দরুণ ডাঙ্গাটা বাঁধা পড়ল, দুখানা বাগান বিক্রী করলে, তার ওপর এই দু'সন অজন্মা। বল আমাকে, কি করে তুমি জামাইয়ের পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে খোটা সইতে হবে—সে আমার অভিমানী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুন্‌তে পারবে না—শেষে কি হতে কি হবে ভগবান্ জানেন—কেন তুমি অমন কাজ করলে?"

নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, "তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে যে শেষে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, দু পাঁচ বিঘে জমী বিক্রী ক'রে

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, "ওকিরে ?"

বিরাজ বলিল—"উঃ—কি তারা ! দুর্গা ! দুর্গা ! সন্ধ্যেবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যে কর্‌লে না ?"

নীলাম্বর বলিল, "এই উঠি ।"

"হাঁ, যাও, হাত পা ধুয়ে এ'স—আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠাঁই ক'রে দিচ্চি ।"

দিন পাঁচ ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাম্বর বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইবার পূর্ব্বে মেঝেয় বসিয়া নিজের জন্ত খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি ?"

নীলাম্বর নলটা একপাশে রাখিয়া স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"শাস্ত্রের কথা সত্যি নয়ত কি মিথ্যে ?"

বিরাজ বলিল, "না, মিথ্যে বল্‌চিনে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে ?"

নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি পণ্ডিত নই বিরাজ, সব কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যা সত্যি তা সেকালেও সত্যি, এককালে সত্যি ।"

বিরাজ বলিল, "আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে সে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, একি সত্যি হ'তে পারে ?"

নীলাম্বর বলিল, "কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।"

"তা হলে আমিও ত পারি?"

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হলেন দেবতা!"

বিরাজ পানের বাটাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "হলেনই বা দেবতা! সতীত্বে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকৃতে পারে, কিন্তু মনে জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে একতিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হ'ন্ আর যেই হ'ন্।"

নীলাম্বর জবাব দিল না তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সুমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপরে সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাম্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল কি এক রকমের আশ্চর্য্য দ্যুতি বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে।

নীলাম্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, "তা'হলে তুমিও পার্‌বে বোধ হয়।"

বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"এই আশীর্ব্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই

একটা গুরুতর ভার তাহার বুকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সে খুসি হইয়া হাসিয়া বলিল, "ছেলেবেলা থেকে একটি পরমা সুন্দরীকেই ভালবেসে এসেছি—কি ক'রে বল্‌ব এখন, সে কাল' কুচ্ছিত হলে কি কর্‌তুম ?"

বিরাজ দুই বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল,—"আমি বল্‌ব তুমি কি কত্তে, তাহলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাস্‌তে।"

তথাপি নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল,

বিরাজ বলিল, "তুমি ভাব্‌চ, কি করে জান্‌লুম—না ?"

এবার নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, "ঠিক তাই ভাব্‌চি—কি করে জান্‌লে ?"

বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বুকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল,—"আমার মন বলে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেও নিজেকে তত চেন না, তাই জানি আমাকে তুমি এমনই ভালবাস্‌তে। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয় এমন কাজ তুমি কখন করতে পার না—স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কাণা খোঁড়াও হতুম, তবু তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম।"

নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ

করিয়া স্বামীর চোখের কোণে আঙ্গুল দিয়া বলিল,—"জল কেন ?"

নীলাম্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, "জান্‌লে কি ক'রে ?"

বিরাজ বলিল, "ভুলে যাও কেন, যে, আমার নবছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ? ভুলে যাও কেন যে, তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েচি ? নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাওনা যে আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি ?"

নীলাম্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "ভেব না, মা মরণকালে তোমার হাতে পুঁটিকে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পুঁটির ভাল হবে ব'লে যা ভাল বুঝেচ তাই করেচ—স্বর্গে থেকে মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, নিশ্চিন্ত হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্ব্বস্ব যায় তাও যাক্।"

নীলাম্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিল, "তুই জানিস্‌নে বিরাজ আমি কি করেচি—আমি তোর—"

বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, "সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হতে দিতে যে পারব না, সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওনা দিয়ে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্ত

কাণে শুনে আমি সহ্য ক'রে থাক্‌ব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয়, আমি আত্মঘাতী হব।"

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে কহিল, "একদিনেই কি উপায় করব বিরাজ।"

"বেশ, দুদিন পরে কি উপায় করবে তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।"

নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল,—"একটা অসম্ভব আশা ক'রে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না—আমার সর্ব্বনাশ ক'রনা।—যত দিন যাবে ততই বেশী জড়িয়ে প'ড়বে,—দোহাই তোমার—আমি ভিক্ষে চাইচি, তোমার দুটি পায়ে ধর্‌চি, এইবেলা যা হয় একটা পথ কর।"

বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—ভুলু মুখুয্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"অধীর হলে কি হবে বিরাজ? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পার্‌ব। কিন্তু বিক্রী করে ফেললে আর ত হবে না—সেটা ভেবে দেখ।"

বিরাজ আদ্র স্বরে বলিল,—"দেখ্‌চি; কিন্তু আস্‌চে বছরেই যে ষোল আনা ফসল পাবে তারই বা ঠিকানা কি? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব দুঃখ সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারিনে!"

রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দ্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজ কর্ম্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে, এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর যে এইখানে আসে। রীতিমত কাছারি বাটী না থাকায় সে সপ্তগ্রামের পর-পারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে কাজ কর্ম্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে নাই। পাখী শিকার করিতে ভাল-বাসিত,—হুইস্কির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার পাঁচটা কুকুর লইয়া সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখী মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস ছ'এক পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্ণাভমণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারিদিকের বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক্ হইতে দেখা যাইত না; বিরাজ নিঃসঙ্কোচচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ কলস তুলিয়া লইয়া উপরদিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটার সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। রাজেন্দ্র পাখীর সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়া-ছিল, অদূরস্থিত সমাধি-স্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা একথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু, আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি মগ্ন হইয়া পান করিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্র বসনে

কোনমতে লজ্জানিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল। এই অরণ্য-পরিবৃত, ভদ্র-সমাজ-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া কি করিয়া আসিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া সেই রাত্রেই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পরে আরও দুইবার বিরাজে[illegible] পড়িয়াছিল।

বিরাজ বাড়ীতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া [illegible] সুন্দরী ঘাটের ধারে—কে একটা লোক পরীস্থানে[illegible] আছে—মানা করে দিগে, যেন আর কোন দিন ত[illegible] না ঢোকে।"

সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে [illegible] হইয়া গিয়া বলিল, "বাবু আপনি!"

রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে চেন নাকি?"

সুন্দরী বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?"

"আমি কোথায় থাকি জান?"

সুন্দরী কহিল, "জানি।"

রাজেন্দ্র বলিল, "আজ একবার ওখানে আস্‌তে পার?"
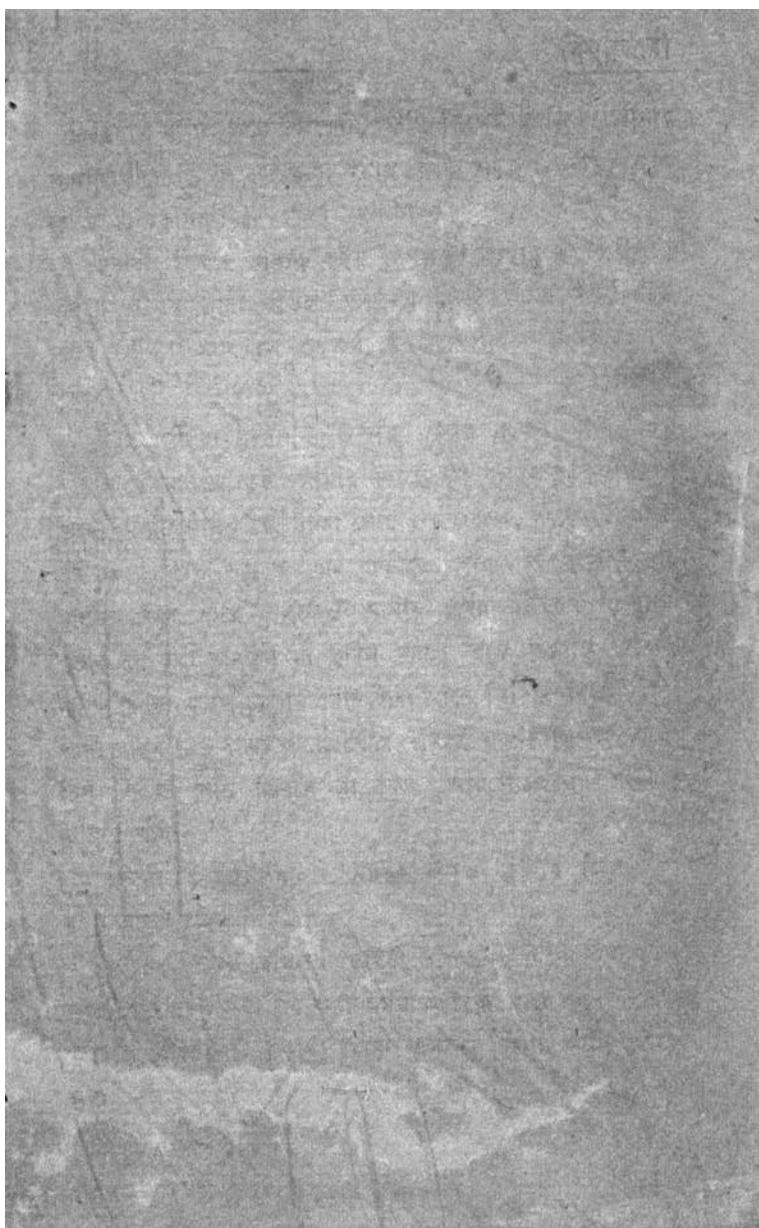
বুঝিনি কিন্তু, এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্চি। যা আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ী ঢুকিস্‌নে।"

এ কি কথা! নিদারুণ বিস্ময়ে সুন্দরী বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতেও পারিল না। সে যে অনেক দিনের দাসী!—সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরিমতিকে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সে ও যে এ বাটীর একজন! আজ তাহাকেই বিরাজবৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল! ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল – এক মুহূর্ত্তে কত রকমের জবাবদিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল হাঁড়ির জল কমিয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিত্তলের কলসিতে জল ছিল, ঘটী লইয়া তাহার কাছে আসিল; কিন্তু কি ভাবিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিয়া ঘটিটা রাখিয়া দিল, "না, তোর হাতের জল ছুঁলেও ওঁর অকল্যাণ হবে—তুই ঐ হাত দিয়ে টাকা নিয়েছিস্।"

সুন্দরী এ তিরস্কারেও উত্তর দিতে পারিল না।

বিরাজ আর একটা প্রদীপ জ্বালিয়া কলসিটা তুলিয়া লইয়া এই রাত্রে সূচিভেদ্য অন্ধকারে আমবাগানের ভিতর দিয়া একা নদীতে

জল আনিতে চলিয়া গেল। বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মনে হইল সেও পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বনপথ, চারিদিকের প্রাচীর সপ্তগ্রামের জানা অজানা সমাধিস্তূপ, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইবা-মাত্র তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে "মাগো!" বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

[৫]

দিন দুই পরে নীলাম্বর বলিল,—"সুন্দরীকে দেখ্‌চিনে কেন বিরাজ।"

বিরাজ বলিল,—"আমি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি।"

নীলাম্বর পরিহাস মনে করিয়া বলিল, "বেশ করেচ। বলনা কি হয়েচে তার?"

বিরাজ বলিল, "কি আবার হবে, আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।"

নীলাম্বর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, "তাকে ছাড়িয়া দেবে কি করে? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরণ লোক তা জান?—কি করেছিল সে?"

বিরাজ বলিল, "ভাল বুঝেছি, তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।"

নীলাম্বর বলিল,—"না, সে হবে না। যতক্ষণ সংসারে আছি ততদিন মান অপমানও আছে ; পাড়ার লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে ?"

বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "পাড়ার লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে, এইটাই তোমার আসল ভয় আমি কি ক'রে থাক্‌ব, আমার দুঃখ কষ্ট হ'বে এ কেবল তোমার একটা—ছল"

নীলাম্বর ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল—"ছল ?"

বিরাজ্ বলিল, "হাঁ ছল। আজ কাল আমি সব জেনেচি। আমার মুখের যদি দিকে চাইতে, আমার দুঃখ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুন্‌তে, তা হ'লে আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।"

নীলাম্বর বলিল, "তোমার একটা কথাও শুনি নি ?"

বিরাজ জোর দিয়া বলিল, "না,—একটাও না। যখন যা বলেচি, তাই, কোন-না-কোন ছল করে উড়িয়ে দিয়েচ—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যে কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবারও ভেবেচ কি আমার কি হবে ?"

নীলাম্বর বলিল, "আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না ?"

এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণভাবে বলিল, "দেখ ও সব ছেলে ভুলান কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"কেবল তুমি নিজের কথা ভাব, আর কিছু ভাবনা। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার কত্তে হল—আজ নিজের ঘরে

আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি ক'রে বেড়াতে হবে। তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখ্‌তেও হবে না, কাণে শুন্‌তেও হবে না—কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জা ত হবে না। ভাবনা চিন্তে করবারও দরকার নেই—এই না ?"

নীলম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"এ কখনও তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ কষ্ট হয়েচে বলেই রাগ ক'রে বল্‌চ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না। এ তুমি ঠিক জান।"

বিরাজ বলিল, "তাই আগে জান্‌তুম্ বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা' কষ্টে না পড়লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না পুরুষ মানুষের মায়া দয়াও তেমনই, সময় না হ'লে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু, তোমার সঙ্গে এই দুপুর বেলায় আমি রাগারাগি কর্ত্তে চাইনে—যা বল্‌ছি তাই কর, যাও নেয়ে এস।"

নীলাম্বর "যাচ্চি" বলিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, "আজ দুবছর হ'তে চল্ল, পুঁটির আমার বিয়ে হয়েচে, তার আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত সব কথা সে দিন আমি মনে মনে ভেবে দেখ্‌ছিলুম—আমার একটি কথাও তুমি শোন নি। যখন যা' কিছু বলেচি সমস্তই একটা একটা ক'রে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ ক'রে গেছ। লোকে বাড়ীর

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "তখন বল্‌ছিলে আমি কোন কথা তোমার শুনিনে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ ?"

বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল,—"বেশ ত আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও।"

নীলাম্বর বলিল, "তোমার দোষ দেখাতে পার্‌ব না; কিন্তু, আজ একটা সত্যি কথা বল্‌ব। তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা ক'রেই দেখ। কিন্তু এটা ত একবার ভেবে দেখ না, তোমার মত ক'টা মেয়েমানুষ এমন নিগুর্ণ মূর্খের হাতে পড়ে ? এইটেই তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।"

বিরাজ নিঃশব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল ইহার জবাব দিবে না; কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুন্‌লে আমি কি খুসি হই ?"

"কি সব কথা ?"

বিরাজ বলিল, "এই যেমন রাজ-রাণী হ'তে পার্‌তুম্‌—শুধু তোমার হাতে প'ড়েই এমন হয়েছি, এই সব; মনে কর, এ শুন্‌লে আমার আহ্লাদ হয়, না যে বলে তার মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে ?"

নীলাম্বর দেখিল বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এরূপ হইয়া দাঁড়াইবে সে আশা করে নাই, তাই মনে মনে সঙ্কুচিত

এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিবে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

বিরাজ বলিল, "রূপ, রূপ, রূপ ! শুনে শুনে কাণ আমার ভোঁতা হয়ে গেল। কিন্তু আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু, তুমি স্বামী, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধ'রে এত বড় হয়েচি, তুমিও কি এর বেশী আমার আর কিছু দেখ না ? এইটেই কি আমার সব চেয়ে বড় বস্তু ? তুমি কি ব'লে এ কথা মুখে আন ? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না, এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাই ?"

নীলাম্বর অত্যন্ত ভয় পাইয়া থতমত খাইয়া বলিতে গেল— "না না তা নয়—"

বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল,—"ঠিক তাই ; সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি কাল কুচ্ছিত হ'লে ভালবাস্‌তে কি না। মনে পড়ে ?"

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—"

বিরাজ বলিল, "হাঁ বলেছিলুম, আমি কাল' কুচ্ছিত হ'লেও ভালবাস্‌তে, কেন না, আমাকে বিয়ে করেচ। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বউ, আমাকে এ সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না ? এর পূর্ব্বেও আমাকে তুমি একথা বলেচ" বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমানে সহসা দুই চোকে জল আসিয়া পড়িল, এবং সেই জল প্রদীপের আলোকে চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে ছোটবৌ ? এত রাত্তিরে ?"

"হাঁ দিদি, আমি, একবারটি কাছে এস।"

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, "দিদি, বড়্‌ঠাকুর ঘুমিয়েছেন ?"

বিরাজ বলিল, "হাঁ।"

মোহিনী বলিল, "দিদি, একটা কথা আছে, কিন্তু বল্‌তে পাচ্ছিনে" বলিয়া সে চুপ করিল।

বিরাজ তাহার কণ্ঠের স্বরে বুঝিল ছোটবৌ কাঁদিতেছে; চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল কি হয়েছে ছোটবৌ ?

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল, এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল।

বিরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল "কি ছোটবৌ ?"

এবার সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, "বড়্‌ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েচে—কাল শমন না কি বার হবে, কি হবে দিদি ?"

বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল— "শমন বার হবে—তার আর ভয় কি ছোটবৌ ?"

"ভয় নেই দিদি ?"

বিরাজ বলিল, "ভয় আর কি ? কিন্তু নালিশ কর্‌লে কে ?"

ছোটবৌ বলিল, "ভুলু মুকুয্যে।"—

বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, "থাক্ আর বল্‌তে হবে না—বুঝেচি, মুখুয্যে মশাই ওঁর কাছে টাকা

পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেচেন ; কিন্তু তাতে ভয়ের কথা নেই ছোট বৌ।" তারপর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, "দিদি কোন দিন তোমার সঙ্গে আমি বেশী কথা কইনি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোট বোনের একটি কথা রাখ্‌বে দিদি ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরাজ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর হইয়া বলিল, "কেন রাখ্‌ব না, বোন্ ?"

"তবে, একবারটি হাতপাত !" বিরাজ হাতপাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর একছড়া সোণার হার রাখিয়া দিল।

বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কেন ছোট বৌ ?"

ছোট বৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, "এইটে বিক্রী ক'রে হ'ক, বাঁধা দিয়ে হ'ক্ ওর টাকা শোধ ক'রে দাও দিদি।"

এই আকস্মিক অযাচিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সহানুভূতিতে ক্ষণ-কালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু 'চল্লুম দিদি' বলিয়া ছোট বৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, "যেও না ছোট বৌ, শোন।"

ছোট বৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কেন দিদি ?"

বিরাজ সেই ডাকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপর দিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ছি এ সব কর্‌তে নেই।"

ছোট বৌ তাহা তুলিয়া লইয়া ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন কর্‌তে নেই ?"

[৬]

এক বৎসর কাটিয়াছে। এ বৎসর দু-আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিগুলা হইতে প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যে মশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই পীতাম্বর তাহা গোপনে নিজের নামে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহাও জানা জানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে, পুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোন দিকে চাহিয়া আর কুলকিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অথচ অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্ব্ব দেহটা যে রকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আগে সে যখন তখন হাসিত, কথায় কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত, কিন্তু এখন বাড়ীর মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে সে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে সংবাদ লইতে ইচ্ছা করিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কোন কাজে তাহার যে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার

কাজের দিকে চোক ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, কাপড়ের আল্না অগোছান, জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন—সে ঝাঁট দিয়া ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—তুলিয়া ফেলিয়া দিবার মত জোরও সে যেন নিজের দেহের মধ্যে আর খুঁজিয়া পায় না। এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে নীলাম্বর ছোট বোন্ হরিমতিকে দুইবার আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা পাঠায় নাই। দিন পনর হইল একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, হরিমতির শ্বশুর তাহার জবাব পর্য্যন্ত দেয় নাই। কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটী পর্য্যন্ত করিবার যো নাই। সে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, মায়ের মত ভাল বাসিয়াছে; কিন্তু তাহার সমস্ত সংস্রব পর্য্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিষ হইয়া গিয়াছে।

আজ সকালে নীলাম্বর গ্রামের পোষ্ট আফিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিমর্ষ মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না—এ পূজাতেও বোধ করি বোন্‌টিকে একবার দেখ্‌তে পেলাম না।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে একবার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুর বেলা আহারে বসিয়া নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল,—"তার নাম করলেও তুমি জ্বলে ওঠ—কিন্তু সে কি কোন দোষ করেছে?"

তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া কর্ত্তে চাইনে, কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে যে আমি বিয়ের সমস্ত সর্ত্ত পালন করতে পারিনি। কিন্তু সে সব কথার জন্যে ত তোকে ডাকিনি—যা' বলচি পারিস্ কি না তাই বল্।"

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"করলে কি হ'ত?"

পীতাম্বর বলিল, "ভাল পরামর্শই দিতুম।"

নীলাম্বরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল,—"তা হলে পারবিনে?"

পীতাম্বর বলিল—"না। আর পুঁটির শ্বশুরও যা' নিজের শ্বশুরও তাই—এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছে করেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারিনে—ও স্বভাব আমার নয়।"

তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুঁড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"যা' বের,—যা' আমার সামনে থেকে।"

পীতাম্বরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, "খামকা রাগ কর কেন দাদা? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর ক'রে তাড়াতে পার?"

নীলাম্বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, "বুড়া বয়সে মার খেয়ে যদি না মর্‌তে চাস্‌, ন'ড়ে যা আমার সুমুখ থেকে!"

তথাপি পীতাম্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল,—"বাস্‌! একটি কথাও না—যাও।"

গোঁয়ার নীলাম্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছিল।

পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ গোলযোগ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ছি, সমস্ত জেনে শুনেকি ভাইএর সঙ্গে কেলেঙ্কারি কর্‌তে আছে?"

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল,—"জানি ব'লে কি ভয়ে জড় সড় হ'য়ে থাকৃব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভণ্ডামি, সহ্য হয় না।"

বিরাজ বলিল, "কিন্তু তুমি ত একা নও, আজ হাত ধ'রে বার ক'রে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবারও ভাব কি?'

নীলাম্বর বলিল, "না। যিনি ভাব্‌বার তিনি ভাব্‌বেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে।"

বিরাজ জবাব দিল, "তা ঠিক! যার কাজের মধ্যে খোল বাজান' আর মহাভারত পড়া—তার ভাবনা চিন্তে মিছে!"
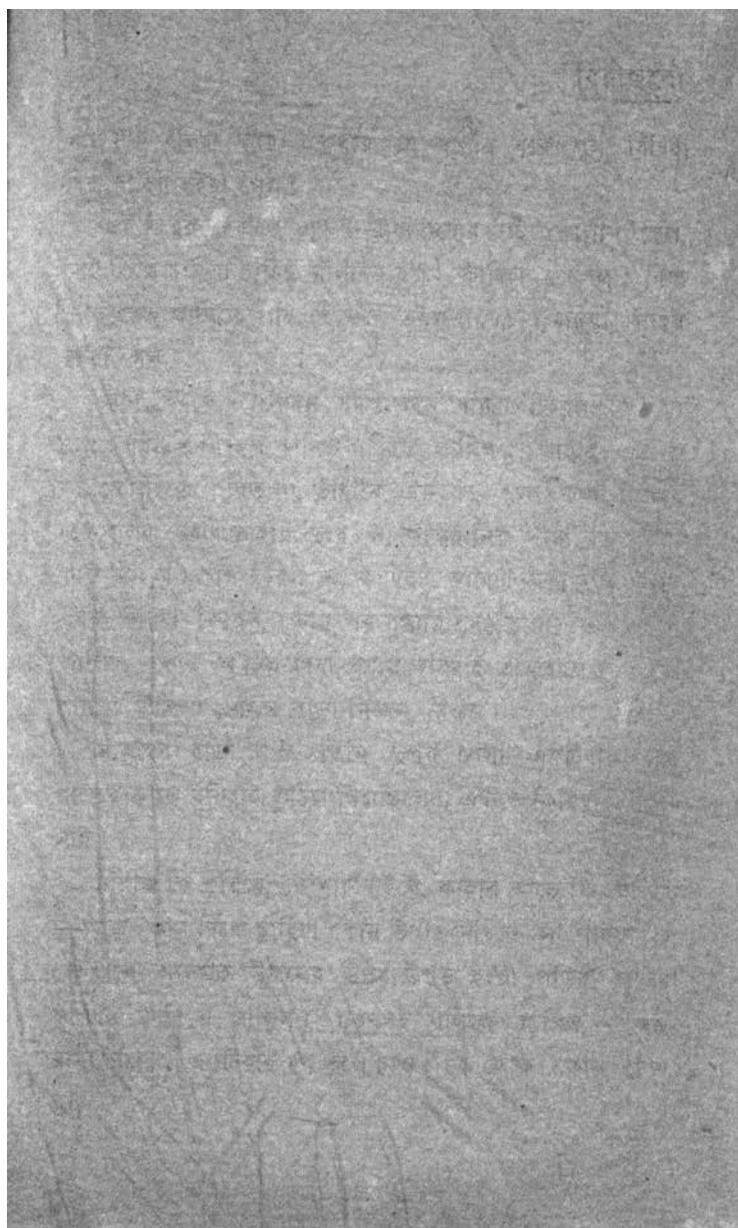
কোন পাপ করতে জানে না তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—আর আমি সইতে পারব না।"

রাত্রি তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাম্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল।

নীলাম্বর চাহিয়াও দেখিল না, কথাও কহিল না।

খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। আরও মিনিট পাচেক নিস্তব্ধে কাটিল,—বিরাজের লুপ্ত অভিমান আবার ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, "খাবে চল।"

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ বলিল "সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ ক'রে শুনি?"

ইহাতেও নীলম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ বলিল, "বলনা শুনি?"

নীলাম্বর উদাসভাবে বলিল, "শুনে কি হ'বে?"

বিরাজ বলিল, "তবু শুনিই না!"

এবাব নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল, "তোর আমি গুরুজন বিরাজ,—খেলার জিনিষ নয়!"

তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত্ত, এমন গভীর কণ্ঠস্বর সে ত কোন দিন শুনে নাই!

[৭]

মগ্‌রার গঞ্জে কএকটা পিতলের কব্জার কারখানা ছিল। এ পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরি করিয়া সেখানে বিক্রি করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালায় বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী এবং অসাধারণ কর্ম্মপটু, দু'দিনেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এ গুলি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া সে আট আনা দশ আনা উপার্জ্জন করিতেছিল, অথচ, স্বামীর কাছে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত্রে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাত্রেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল, এবং ক্লান্তি বশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া শয্যায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কাদা মাখা, আশে পাশে কএকটা তৈরি ছাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাহারই একধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপরে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে। আজ তিন দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা ছিল না। তপ্ত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ

নীলাম্বর সংবাদ দিবা মাত্রই বিরাজ একেবারেই বাঁকিয়া বসিল,—"না, আমি কক্ষণ যাব না।"

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "যাবিনে কেন?"

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, "না, আমি যাবনা। আমার গয়না কৈ, আমার ভাল কাপড় কৈ, আমি দীন দুঃখীর মত কিছুতেই যাবনা।"

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, "আজ তোর গয়না নাই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন ত একদিন ফিরেও চাস্‌নি?"

বিরাজ চুপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, "তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলাম, দুঃখে কষ্টে বুঝি তোর হুঁস হয়েছে—তা, দেখ্‌চি কিছুই হয় নি। ভাল, তুইও শুকিয়ে মর্, আমিও মরি" বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ী ফিরাইয়া দিল।

দুপুর বেলায় নীলাম্বর ঘরের ভিতরে ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, অপরাধ নিও না, তোমাকে আমি আর বোঝাব কি, কিন্তু, দুদিন ঘুরে এলেনা কেন?"

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, "ওঁকে বন্ধ ক'রে রেখ' না দিদি, বিপদের দিনে একটিবার বুক বাঁধ, ভগবান্ দুদিনে মুখ তুলে চাইবেন।"

বিরাজ আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ত বুক বেঁধেই আছি, ছোটবৌ!"

ছোটবৌ, একটু জোর দিয়া বলিল, "তবে যাও দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জ্জন করতে দাও—আমি বল্‌চি তোমার প্রতি ভগবান্ দুদিনে প্রসন্ন হবেন।"

বিরাজ একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তারপর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, "পারবে না যেতে?"

এবার বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না। ঘুম ভেঙে উঠে ওঁর মুখ না দেখে' আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না। যা' পারব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব'ল না" বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, "যেওনা দিদি, শোন, তোমাকে দিন কতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, "ও বুঝেচি—সুন্দরি এসেছিল বুঝি?

ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, "এসেছিল।"

"তাই চলে যেতে বল্‌চ?"

"তাই বল্‌চি দিদি—তুমি যাও এখান থেকে।"

বিরাজ আবার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল; তার পরে বলিল, "একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব?"

ছোটবৌ বলিল, "কুকুর পাগল হ'লে তাকে ভয় ত করতেই হয় দিদি। তা ছাড়া, তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ, এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘটতে পারে!"

নাই হ'ল নদী আমার; কিন্তু লোকের একটা ভালমন্দ বিবেচনা থাকবে না? আমি কালই গিয়ে ব'লে আসব, না শোনে নিজেই ঐ সকল ঘাট ফাট টানমেরে ভেঙ্গে ফেল্‌ব, তারপরে যা' পারে সে করুক।"

কথা শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে?"

নীলাম্বর কহিল, "কেন যাব না? বড়লোক ব'লে যা ইচ্ছে অত্যাচার করবে, তাই সয়ে থাকৃতে হবে?"

"অত্যাচার করচে তুমি প্রমাণ কর্‌তে পার?"

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, "আমি এত তর্কের ধার ধারিনে। আমি দেখ্‌চি অত্যাচার করচে, আর তুই বলিস্ প্রমাণ কর্‌তে পার? পারি, না পারি সে আমি বুঝ্‌ব!"

বিরাজ এক মুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। যাদের দু'বেলা জোটে না, তাদের মুখে একথা শুন্‌লে লোকে গায়ে থুথু দেবে।"

"কিসে?"

"আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে!"

"কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাম্বর সহ্য করিতে পারিল না, সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, "তুই আমাকে কি কুকুর বেরাল মনে

করিস্ যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খোঁটা তুলিস্! কোন্ দিন তোর দু'বেলা ভাত জোটেনা?"

দুঃখে কষ্টে বিরাজের আর সেই পূর্ব্বের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল—"মিছে চেঁচিও না। যা' ক'রে দুবেলা ভাত জুটচে, সে তুমি জাননা বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অন্তর্য্যামী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বল্‌তে যাও ত আমি বিষ খেয়ে মরব।" বলিয়াই মুখ তুলিয়া দেখিল নীলাম্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধিদৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটী কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, তবুও নীলাম্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ না বুঝিয়া একটা অনুচ্চ স্থানের মধ্যে সজোরে মাথা তুলিতে গিয়া তেমনই সজোরে ধাক্কা খাইয়া যেন একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল বিরাজের শেষ কথাটা—'কি করিয়া সংসার চলিতেছে!' এবং কেবলই মনে পড়িতে লাগিল সে দিনের সেই অন্ধকারে গভীর রাত্রে, ঘরের বাহিরে ভূশয্যায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যইত! দিন যে কি করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে তাহা ওই অসহায়া রমণী একাকিনী চালাইতেছে, সে আর ত তাহার জানিতে বাকী নাই; অনতিপূর্ব্বে বিরাজের

[৮]

তবুও নীলাম্বর ভাবিতেছিল এ কথা বিরাজ মুখে আনিল কি করিয়া? সে তাহাকে মারধর করিতেও পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন? একে ত সংসারে দুঃখ কষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দু'দিন যায়না, বিবাদ বাধে। কথায় কথায় মনো-মালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্ব্বোপরি তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল—অথচ, কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। ভগবানের চরণে নীলাম্বরের, অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে, সেই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে টাঙান রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়া-ইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ভগবান্, যদি এত দুঃখেই ফেল্‌বে মনে ছিল, তবে এত বড় নিরুপায় ক'রে আমাকে গড়লে কেন?" সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশী আর ত কেহই জানে না! লেখা পড়া শিখে নাই, কোন রকমের

কাজ-কর্ম্ম জানিত না,—জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া? আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই, দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবে না, বিরাজকে লইয়া যেখানে দুচোখ যায় চলিয়া যাইবে; কিন্তু এই সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! এই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছ-পালায় ঘেরা বাড়ী, এই ঘরে বাহিরে আজন্ম-পরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্গে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে! এই বাটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই চণ্ডীমণ্ডপে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এই খানে সে পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে—এই ঘর বাড়ীর মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে! সে, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ? তাহার বোন্‌টিকে কোথায় দিয়া আসিল, তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না, কতদিন হইয়া গেল তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাঁদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্য্যন্ত করিবার যো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি

জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিকে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ণ, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ 'খুড়ো' বলিয়া বাড়ী ঢুকিল, কেহ 'নীলুদা' বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল।

নীলাম্বর শুষ্কমুখে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া স্বমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথারীতি প্রণাম কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল।

নীলাম্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল বিরাজ রান্না ঘরেও নাই, শোবার ঘরেরও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "ছেলেরা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে বিরাজ।"

বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, "আমার জ্বর হয়েছে—উঠ্‌তে পারব না।"

তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, "দিদি আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল!"

তথাপি বিরাজ কথা কহিল না।

মোহিনী কহিল, "সে হবে না দিদি, সারা রাত এই দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়, সেও থাকব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে যাব না।"

বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া স্বমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মোহিনীর বাঁ হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে

সিদ্ধি-গোলা। সে পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর দিদি যেন তোমার মত হ'তে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্ব্বাদ পেতে চাই নে।"

বিরাজ সজল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোট বধূর অবনত মস্তকে হাত রাখিল।

ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু, সে কথা ত তোমাকে বল্‌তে পারলুম না দিদি; দিদি তোমার দেহের বাতাসও যদি আমার দেহে লেগে থাকে, ত, সেই জোরে ব'লে যাচ্ছি, আস্‌চে বছরে এমনই দিনে সে কথা বল্‌ব।

মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেই সব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখে রাখে, এ কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তার পর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজিকার দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকাল বেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রণাম করিল।

বিরাজ আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিল।

সুন্দরী বসিয়াই বলিল, "কাল রাত্তির হ'য়ে গেল, তাই আজ সকালেই বল্‌তে এলুম। কিন্তু যাই বল বৌমা, এমন জান্‌লে আমি কিছুতেই যেতুম না।"

পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস কর্‌ব কি, পালাতেই পথ পাইনি।"

নীলাম্বর ক্ষণকাল ক্ষুব্ধ মুখে স্থির থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, পুঁটি আমার রোগা হ'য়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হ'য়েচে—তোর কি মনে হয় ?"

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, "মোটাসোটাই হ'য়ে থাক্‌বে।"

নীলাম্বর আশান্বিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, "শুনে এসেচিস্‌ বোধ করি, না ?"

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না বাবু, শুনে কিছুই আসিনি।"

"তবে জানলি কি ক'রে ?"

এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, "জান্‌লুম আর কোথায় ? তুমি বল্‌লে আমার কি মনে হয়, তাই বল্‌লুম, হয়ত বেশ মোটা-সোটা হয়েচে।"

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা' বটে।" তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আস্‌ব।"

সুন্দরী মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুতঃ তার অপরাধ ছিল না। একেত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা দুই হইতে নিরন্তর এক কথা একশ রকম করিয়া বকিয়া বকিয়াও সে নীলাম্বরের কৌতূহল মিটাইতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ বাবু রাত হ'ল, আজ এস, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।"

এতক্ষণে নীলাম্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল, এবং "আসি" বলিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরীর উৎকণ্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল।

এই সময়টায় ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলি প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইতে পায়ের ধূলা দিয়া যাইতেন। তাঁহার এই ধূলাটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও নানা কারণে এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে, এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্ব্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্ম-ণের সুমুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিতচিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সমুখে চাহিতেই দেখিল নীলাম্বর ফিরিয়া আসি-তেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল।

নীলাম্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর চাদরের খুঁট খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোর কাছে বল্‌তে ত লজ্জা নেই, সুন্দরি—সবই জানিস্‌ —এই আধুলিটি শুধু আছে, নে।" বলিয়া হাত তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিভ্‌ কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর কি একটা বলিতে গেল, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"হাজার বল্‌লেও শুন্‌ব না বাবু। আজ আমার মান না রাখ্‌লে আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।" তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময়ে 'কি হচ্চে গো' বলিয়া নিতাই গাঙ্গুলি খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল।

নীলাম্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "ও ছোঁড়াটা নীলু না?"

সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, "হাঁ, আমার মনিব।"

"শুনি, খেতে পায় না—এত রাত্তিরে যে?"

"কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।"

"ওঃ—কাজ ছিল?" বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে, তাঁহার মত বয়সের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম্ম নয়।

সুন্দরীও হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইএর বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বার আনা পাকিয়াছে,—তাহার গোঁফ দাড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহ্‌নির অর্থ বোঝা নিতাইএর পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই সে কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, "অমন ক'রে চেয়ে আছ যে!"

"দেখ্‌চি।"

"কি দেখ্‌চ?"

"দেখ্‌চি, তোমরাও বামুন, আর যিনি চ'লে গেলেন তিনিও বামুন, কিন্তু, কি আকাশ পাতাল তফাৎ।"

নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, "তফাৎ কিসে?"

সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, "বুড়ো মানুষ আর হিমে থেক না, দাওয়ায় উঠে ব'স। মাইরি বল্‌চি গাঙুলি মশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধূলো পেলে তোমাদের মত কতকগুলি গাঙুলি কত জন্ম উদ্ধার হ'তে পরে!"

তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিস্ময়ে বাকশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিলেন, "রাগ কর'না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ ব'লে নয়, বরাবরই দেখে আস্‌চি ত, আমার মনিবের পৈতে গাছটার দিকে চোখ পড়্‌লে চোখ যেন ঠিকুরে যায়—মনে হয়, ওঁর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা ক'রে বেড়াচ্চে, কিন্তু তোমাদের দেখ,—দেখ্‌লেই আমার হাসি পায়।" বলিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রথম হইতেই নিতাই ঈর্ষ্যায় জলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"অত দর্প করিসনে সুন্দরী—মুখ প'চে যাবে।"

সুন্দরী কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, "কিচ্ছু হবেনা—নাও তামাক খাও। বরং, তোমার মুখই ম'লে পুড়বেনা—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।"

নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীয়ের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"ব'স ব'স মাথা খাও—।" ক্রুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—"গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও—নিপাত যাও—" বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তারপর উঠিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—"কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জল্‌চে!"

[৯]

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কাণে উঠিতে বাকি থাকিল না। সে দিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন, ওবাড়ীর পিসীমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল,—"ওঁর একটা কাণ কেটে নেওয়া উচিত পিসী মা।"

পিসীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, "জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি?"

বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে?"

নীলাম্বর ভয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়া জবাব দিল,—"অনেক দিন আগে, পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম।"

"আর যেওনা। তার স্বভাব চরিত্র শুন্‌তে পাই ভারী মন্দ হয়েচে" বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। তারপর কতদিন কাটিয়া গেল। সূর্য্যদেব ওঠেন এবং অস্ত যান, তাঁকে ধরিয়া রাখিবার যো নাই বলিয়াই বোধ করি শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই-যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপরে একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং খরতর। যে কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। শূল-বিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া, শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যে ভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা প্রায়ই হয় না। তিনি কখন্ চোরের মত আসেন যান্, সে দিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোট বৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই।

চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়া-ইয়া ধরে।

সে দিন দশহরা। অতি প্রত্যুষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, "এখনও কেউ ওঠেনি দিদি, চল না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।"

ওপারে জমিদারের ঘাট তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জাএ স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনও সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দুই জনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়সড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতি-শয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল, হয় ত, সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে! মুহূর্ত্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ দ্বিধা করিল, তারপর, ছোট জাএর একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "দাঁড়াস্‌নে ছোটবৌ, চ'লে আয়।"

তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর ধীরপদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল।

বিরাজ বলিল, "আপনি ভদ্রসন্তান, বড় লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার !"

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারি না।

বিরাজ বলিতে লাগিল,—"আপনার জমিদারী যত বড়ই হউক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার।" হাত দিয়া ওপারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল, "আপনি যে কত বড় ইতর, তা এদের সবাই জানে, আমিও জানি। বোধ করি আপনার মা বোন্ নেই। অনেক দিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুক্‌তে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।"

রাজেন্দ্র এত অভিভুত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখনও কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ বলিল, "আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিন্‌লে কখনই আস্‌তেন না। তাই, আজ ব'লে দিচ্ছি, আর কখনও আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁকে চেন্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বেন" বলিয়া বিরাজ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছে, দেখিল পীতাম্বর একটা গাড়ু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহুদিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, "বৌঠান, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে ওই জমিদার বাবু না ?"

চক্ষের নিমিষে বিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে 'হাঁ' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোটবৌ'র

জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না! কিন্তু, অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট দশেক পরেই ওবাড়ী হইতে একটা মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্ত্তস্বর উঠিল।

বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর এই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল; পীতাম্বরের তর্জ্জন ও প্রহারের শব্দ মুহূর্ত্তকাল কাণ পাতিয়া শুনিল, এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ওবাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইল।

বেড়া ভাঙ্গার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া স্মুখেই যমের মত বড় ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া থামিল।

নীলাম্বর ভূশায়িতা ছোট বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।"

ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল,—"বৌমার সাম্‌নে আর তোর অপমান কর্‌ব না, কিন্তু, এই কথাটা আমার ভুলেও অবহেলা করিস্‌নে যে, আমি যতদিন ওবাড়ীতে আছি ততদিন এ সব চল্‌বে না। যে হাতটা তুই ওঁর গায়ে তুল্‌বি, তোর সেই হাতটা ভেঙে দিয়ে যাব।" বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়ী চ'ড়ে মার্‌তে এলে, কিন্তু কারণ জান?"

নীলাম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "না জান্‌তেও চাইনে।"

পীতাম্বর বলিল, "তা' চাইবে কেন! আমাকে দেখ্‌চি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'বে!"

নীলাম্বর তাহার মুখপানে অল্পক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, "ভিটে ছেড়ে কা'কে পালাতে হ'বে, সে আমি জানি;—তোকে মনে করে দিতে হবে না। কিন্তু, যতক্ষণ তা' না হচ্চে' ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাক্‌তেই হবে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম।"

বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"তবে, তোমাকেও জানিয়ে দিই দাদা! পরকে শাসন করবার আগে ঘর শাসন করা ভাল।"

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল, পিতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, "ও পারের ঘাটটা কার জান'ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোটবৌকে ঘাটে যেতে মানা করে দিই। আজ রাত থাক্‌তে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন—এমনই হয় ত, রোজই যান, কে জানে!"

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এই দোষে গায়ে হাত তুল্‌লি?"

পীতাম্বর বলিল, "আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলের—কি জানি, রাজন বাবু না, কি নাম ওর—দেশ বিদেশে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে, বৌঠান তার সঙ্গে আধঘণ্টা ধ'রে গল্প কর্‌ছিলেন, কেন?"

নীলাম্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "কে কথা কইছিল রে? বিরাজ বৌ?"

"হাঁ, তিনিই।"

"তুই চোখে দেখেচিস্?"

পীতাম্বর মুখের ভাবটা হাসিবার মত করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না, জানি,—আমার সে বিচার নারায়ণ করবেন—কিন্তু—"

নীলাম্বর ধম্‌কাইয়া উঠিল, "আবার ওই নাম মুখে আনে! কি বল্‌বি বল্‌।"

পীতাম্বর চমকাইয়া উঠিয়া ঈষৎ থামিয়া রুষ্টস্বরে বলিতে লাগিল,—"চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়। ঘর শাসন না কর্‌তে পার, পরকে তেড়ে মার্‌তে এস না।"

নীলাম্বরের মাথার উপর অকস্মাৎ যেন বাড়ি পড়িল। ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, "আধ ঘণ্টা ধরে গল্প কর্‌ছিল, কে, বিরাজবৌ? তুই চোখে দেখিচিস্?"

পীতাম্বর দু' এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "চোখেই দেখেচি। আধ ঘণ্টার হয় ত বেশী হ'তেও পারে।"

আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া বলিল, "ভাল, তাই যদি হয়, কি করে জান্‌লি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?"

পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "সে কথা জানি নে

তবে আমারও মার-ধর করা উচিত হয়নি, কেননা ঘাট তৈরি ছোটবৌর জন্য হয় নি।"

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই থামিয়া পড়িল, তারপরে পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই জানোয়ার, তাতে ছোট ভাই। বড় ভাই হয়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত কর্‌ব না, আমি মাপ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে কথা গুরুজনকে বল্‌লি, ভগবান্ হয়ত তোকে মাপ করবেন না—যা—" বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ ধারে চলিয়া আসিয়া ভাঙা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

বিরাজ কাণ পাতিয়া সমস্ত শুনিল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতে ছিল, একবার ভাবিল সাম্‌নে গিয়া নিজেই সব কথা বলে, কিন্তু, পা বাড়াইতে পারিল না। তাহার রূপের উপর পরপুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সুমুখে একথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে!

বেড়া বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা ভাত বাড়িয়া দিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, রাত্রে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে শয্যায় আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং প্রভাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল।

এমনই করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দু'দিন কাটিয়া গেল, অথচ, নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরণের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রীর সম্বন্ধে এত বড় অপবাদের কথায় স্বামীর মনে কৌতূহল জাগে

না, ইহার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না; কিংবা ঘটনাটায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন এ সম্ভাবনাও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এ দুই দিন একদিকে যেমন সে গা ঢাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে তেমনই অনুক্ষণ আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে এইবার তিনি ডাকিয়া ঘটনাটি জানিতে চাহিবেন, তাহা হইলেই সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া স্বামীর পায়ের নীচে তাহার বুকের ভারী বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু কৈ কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল। হয়ত, কথাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এই তাহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটাও কি তাঁহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্রেক করিতেছে না। অথচ, যাহা এত দিন পর্য্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ যাচিয়া বলিবে কিরূপে? সে দিনটাও এমনই করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে ভয়ার্ত্ত ভয়াতুর হৃদয় হইয়া সে কোন মতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের গভীর তলদেশ আলোড়িত করিয়া ঘূর্ণাবর্ত্তের মত বাহির হইয়া আসিল,—"আর যদি তিনি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করিয়াই থাকেন, তা' হলে?"

নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত সুমুখে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিস্মিত নীলাম্বর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের অধর

দংশন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কেন, কি করেচি? কথা কও না যে বড়!"

নীলাম্বর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে?"

"পালিয়ে বেড়াচ্চি! তুমি ডাক্‌তে পার নি একবার?"

নীলাম্বর বলিল, "যে লোক পালিয়ে বেড়য়ে তাকে ডাক্‌লে পাপ হয়?"

"পাপ হয়! তা'হলে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল?"

"সত্যি কথা বিশ্বাস কর্‌ব না?"

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, "সত্যি নয়—ভয়ঙ্কর মিছে কথা! কেন তুমি বিশ্বাস কর্‌লে?"

"তুমি নদীর ধারে কথা বলনি?"

বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল "হাঁ বলেচি।"

নীলাম্বর বলিল, "আমি ঐ টুকুই বিশ্বাস করেচি।"

বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "যদি বিশ্বাসই করেচ, তবে ওই ইতরটার মত শাসন কর্‌লে না কেন?"

নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্ম্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, "তবে কাছে আয়, ছেলে বেলার মত আর একবার কাণ মলে দিই।"

চক্ষের পলকে বিরাজ সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, এবং পরক্ষণেই তাঁহারে বুকের উপর সজোরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর কাঁদিতে নিষেধ করিল না। তাহার নিজের দুই চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্ত্রীর মাথার উপর নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কি তাকে বলেছিলুম জান?"

নীলাম্বর সস্নেহে মৃদুস্বরে বলিল, "জানি; তাকে আস্‌তে বারণ করে দিয়েচ।"

"কে তোমাকে বল্‌লে?"

নীলাম্বর সহাস্যে কহিল, "কেউ বলেনি। কিন্তু, একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েচ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েচ। সে কথা ও ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ।"

বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, "কিন্তু কাজটা ভাল করনি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমিই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই তার মনের ভাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখ্‌তেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিষেধ মনে করেই কোন দিন কোন কিছু বলিনি।"

সে দিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে বিছানায় শুইয়া আবার কথা উঠিল।

নীলাম্বর বলিল, "আজ সারাদিন তাকে দেখ্‌বার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।"

বিরাজ ভীত হইয়া উঠিল, —"কেন?" "কেন?

দুটো কথা না বল্‌লে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাকৃতে হ'বে—তাই।"

ভয়ে উত্তেজনায় বিরাজ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "না, সে হবে না—কিছুতেই হবে না। এই নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বল্‌তে পাবে না।"

তাহার মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাম্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই?"

বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিল, "স্বামীর অন্য কর্ত্তব্য আগে কর, তার পরে এ কর্ত্তব্য করতে যেও।"

"কি?" বলিয়া নীলাম্বর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া, অবশেষে মৃদুস্বরে "আচ্ছা" বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল।

বিরাজ তেমনই ভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কি কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মৃদু শব্দ খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আনিতে লাগিল, ভিতরে স্বামী স্ত্রী নির্ব্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের

মনেই বলিল, "আমি যে কত অপদার্থ, বিরাজ, তা' তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।"

বিরাজ কি কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না। বহুদিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখদৈন্যপীড়িত দম্পতি-টির সন্ধির সূত্রপাতেই আবার তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

[১০]

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ বিরাজের পায়ের নীচে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল। স্বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুই দিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কাঁদিয়া বলিল, "শাপ সম্পাত দিওনা দিদি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে বাঁচ্‌ব না।"

বিরাজ হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বলিল, "আমি অভিসম্পাত দেবনা বোন্ আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু, তোর মত সতীলক্ষ্মীর দেহে বিনা দোষে হাত তুল্‌লে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে!"

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, "কি ক'র্‌ব দিদি ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন দেব-দেবতা নেই যে, এ জন্য মানত্ করিনি, কিন্তু, মহা-পাপী আমি আমার ডাকে কেউ কাণ দিলেন না। এমন একটা দিন যায় না দিদি—" বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে, ছোট বৌর ডান রগের উপর একটা বাঁকা গাঢ় কাল দাগ পড়িয়াছে, সভয়ে বলিয়া উঠিল, "তোর কপালে কি মারের দাগ না কি রে?"

ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ হেট করিয়া ঘাড় নাড়িল।

"কি দিয়ে মার্‌লে?" স্বামীর লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছিল না, নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "রাগ হলে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি।"

"তা' জানি, তবু কি দিয়ে মার্‌লে?"

মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, "পায়ে চটি জুতা ছিল—"

বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "জুতা দিয়ে মার্‌লে! কি করে সহ্য করে রইলি বৌ?"

ছোট বৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি।"

বিরাজ সে কথা যেন কাণেই শুনিতে পাইল না, বিকৃত গলায় বলিল, "আবার তারই জন্যে তুই মাপ চাইতে এলি?"

ছোট বৌ বড়জার মুখপানে চাহিয়া বলিল, 'হাঁ দিদি! তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁর অকল্যাণ হবে। আর, সহ্য করার কথা যদি বল্‌লে দিদি, সে তোমার কাছেই শেখা—আমার যা' কিছু সবই তোমার পায়ে—"

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল,—"না, ছোট বৌ, না মিছে কথা বলিস্‌নে—এ অপমান আমি সইতে পারিনে।"

ছোট বৌ একটু খানি হাসিয়া বলিল, "নিজের অপমান সইতে পারাটাই খুব বড় পারা দিদি? তোমার মত স্বামিসৌভাগ্য সংসারে মেয়ে মানুষের অদৃষ্টে জোটে না, তবুও তুমি যা' সয়ে আছ, সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতরে সুখ নেই, তোমাকে রাত দিন চোখে দেখ্‌তে হচ্চে; অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য কর্‌তে তুমি ছাড়া আর কেউ পার্‌ত না দিদি।"

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোট বৌ খপ্‌ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল, ওঁকে ক্ষমা কর্‌লে? তোমার মুখ থেকে না শুন্‌লে আমি কিছুতেই পা ছাড়্‌ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁকে কেউ রক্ষে করতে পার্‌বে না দিদি।"

বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোট বৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "মাপ কর্‌লুম।"

ছোট বৌ আর একবার পায় ধূলা মাথায় লইয়া আনন্দিত মুখে চলিয়া গেল।

কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বারংবার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখে শেখ্‌, বিরাজ!"

সেই অবধি অনেকদিন পর্য্যন্ত ছোট বৌ এ বাড়ীতে আসে নাই

কিন্তু, একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এদিকে ওদিকে চাহিয়া এ বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরে দাওয়ায় এক ধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনই করিয়া রহিল।

ছোট বৌ কাছে বসিয়া, পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায় স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছ?"

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল, "তুই হ'তিস্‌নে?"

ছোট বৌ বলিল, "তোমার সঙ্গে তুলনা করে আমাকে অপ-রাধী ক'র না দিদি, এই দু'টি পা'র ধূলার যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন হচ্ছ? কেন, বড্‌ঠাকুরকে আজ খেতে দিলে না?"

"আমি ত খেতে বারণ করি নি!"

ছোট বৌ বলিল, "বারণ করনি সে কথা ঠিক, কিন্তু, কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাক্‌লেন, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। আচ্ছা, তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় কি না? একবারটি কাছে গেলে ত তিনি ভাত ফেলে উঠে যেতেন না।"

তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোট বৌ বলিতে লাগিল, "হাত জোড়া ছিল", বলে আমাকে ত ভুলাতে পারবে না দিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ ফেলে রেখে

তাঁকে সুমুখে ব'সে খাইয়েচ—সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোন দিন ছিল না, আজ—"

কথা শেষ না হইবার পূর্ব্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল, "তবে দেখ্‌বি আয়" বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ঐ চেয়ে দেখ্‌!"

ছোট বৌ চাহিয়া দেখিল একটা কাল পাথরে অপরিষ্কৃত মোটা চালের ভাত এবং তাহারই একধারে অনেকটা কলমি শাক সিদ্ধ, আর কিছু নাই।

আজ কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এই গুলি নদী হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ছোট বৌর দুই চোখ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু, বিরাজের চোখে জলের আভাস মাত্র নাই। দুই জা'তে নিঃশব্দে মুখোমুখি চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, "তুইও ত মেয়ে মানুষ, তোকেও রেঁধে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল্‌, পৃথিবীতে কেউ কি সুমুখে বসে স্বামীর ওই খাওয়া চোখে দেখ্‌তে পারে? আগে বল, বলে যা' তোর মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দে, আমি কথা কব না।"

ছোট বৌ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ বলিতে লাগিল, "দৈবাৎ রান্নার দোষে যদি কোন দিন

তাঁর একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েচে, ত, সারাদিন বুকের ভেতরে আমার কি ছুঁচ বিঁধেচে, সে আর কেউ না জানে ত, তুই জানিস্ ছোট বৌ, আজ তাঁর ক্ষিদের সময় আমাকে ঐ এনে দিতে হয়— তাও বুঝি আর জোটে না”—আর সে সহ্য করিতে পারিল না, ছোট জার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল, বহুক্ষণ ধরিয়া এই দুটি অভিন্ননারীহৃদয় নিঃশব্দ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তার পর বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল, “না তোকে লুকাব না, কেননা, আমার দুঃখ বুঝ্‌তে তুই ছাড়া আর কেউ নেই! আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমি স'রে না গেলে ওঁর কষ্ট যাবে না। কিন্তু, থেকে ত ওমুখ না দেখে একটা দিনও কাটাতে পার্‌ব না। আমি যা'ব, বল্ আমি গেলে ওঁকে দেখ্‌বি?”

ছোট বৌ চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাবে?”

বিরাজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধ করি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপরে বলিল, “কি করে জান্‌ব বোন্ কোথায় যেতে হয়, শুনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে যাই হোক্ এ জ্বালা এড়াব ত!”

এবার মোহিনী বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, “ছি ছি, ও-কথা মুখেও এনোনা দিদি! আত্মহত্যার কথা যে বলে তার পাপ, যে কাণে শোনে তার পাপ, ছি ছি, কি হয়ে গেলে তুমি!”

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "তা' জানিনে। শুধু জানি, ওঁকে আর খেতে দিতে পার্‌ছিনে। আজ আমাকে ছুঁয়ে কথা দে তুই, যেমন করে পারিস দুই ভায়ে মিল করে দিবি!"

"কথা দিলুম" বলিয়া মোহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তবে, আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?"

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?'

"তবে এক মিনিট সবুর কর, আমি আস্‌ছি" বলিয়া সে পা জড়াইতেই বিরাজ আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "না যাস্‌ নে। আমি একটি তিল পর্য্যন্ত কারু কাছে নেব না।"

"কেন, নেবে না?"

বিরাজ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, সে কোন মতেই হবে না, আর আমি কারও কিছু নিতে পার্‌ব না।"

ছোটবৌ ক্ষণেকের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে বড় জা'র আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল, তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল,—"তবে শোন দিদি! কেন জানিনে, আগে তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সে জন্য কত যে লুকিয়ে ব'সে কেঁদেচি, কত দেব-দেবীকে ডেকেছি, তার সংখ্যাও নাই, আজ তাঁরাও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিও ছোট বোন ব'লে ডেকেচ। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে দে'খে কিছু না করুতে পেলে তুমি কি রকম ক'রে বেড়াতে?"

বিরাজ জবাব দিতে পারিল না—মুখ নীচু করিয়া রহিল।

ছোটবৌ উঠিয়া গিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামায় সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল।

বিরাজ স্থির হইয়া দেখিতে ছিল, কিন্তু, সে যখন কাছে আসিয়া তাহার আঁচলের একটা খুঁট তুলিয়া একখানা মোহর বাঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"না, ও কিছুতেই হবে না—ম'রে গেলেও না।"

মোহিনী ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল,—"হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বড়ঠাকুর আমাকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন!" বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

[১১]

মগ্‌রার এত দিনের পিতলের কজার কারখানা যে দিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল, এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাঁচ বিক্রীর অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার বিবরণ অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চুপ করিয়া শুনিল। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুণ্ণ

হইয়া ফিরিয়া গেল। হায়রে অবোধ দুঃখীর মেয়ে তুই কি করিয়া বুঝিবি সেটুকু নিঃশ্বাসে কি ছিল, সে নীরবতার আড়ালে কি ঝড় বহিতে লাগিল! শান্ত নির্ব্বাক্ ধরিত্রীর অন্তঃস্তলে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথায় পাইবি!

নীলাম্বর আসিয়া বলিল,—"সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্ত্তনীর দলে সে খোল বাজাইবে।"

"খবর শুনিয়া বিরাজের মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংশ্রবে সমস্ত ভদ্র-সমাজের সম্মুখে গায়িয়া বাজাইয়া ফিরিবে! তবে, আহার জুটিবে! লজ্জায় ধিক্কারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই! সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলাম্বর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না—ভালই হইল।

ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয় চিহ্ন তটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল;—অতি দ্রুত, অতি সুস্পষ্টভাবে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার দেহতটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেব-বাঞ্ছিত অতুল্য যৌবনশ্রী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল,—যেন, কি একটা ভয়ের বস্তু সে অহরহ দেখিতেছে। অথচ, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। ছিল শুধু

ছোটবৌ; সে ত মাসাধিক কাল ভায়ের অসুখে বাপের বাড়ী গিয়াছে। নীলাম্বর দিনের বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আঁধার। তাহার দুই চোক প্রায়ই রাঙা নিঃশ্বাস উষ্ণ বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোন কথাই বলে না। বলিতে ইচ্ছাও করে না, তাহার সামান্য কথাবার্ত্তা কহিতেও এখন ক্লান্তি বোধ হয়।

কএকদিন হইল বিকাল হইতেই তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে স্তিমিত সন্ধ্যা দীপটি হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। স্বামী বাড়ী থাকেন না বলিয়া, দিনের বেলা আর সে প্রায়ই রাঁধিত না, রাত্রে ভাত রাঁধিত, কিন্তু তখন তাহার জ্বর। স্বামীর খাওয়া হইয়া গেলে হাত পা ধুইয়া শুইয়া পড়িত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর দেবতাকে বিরাজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্ব্বের মত প্রার্থনাও জানায় না। আহ্নিক শেষ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া যখন প্রণাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে—"ঠাকুর যে পথে যাচ্চি, সেই পথে যেন একটু শীগ্‌গীর করে যেতে পাই।"

সে দিন শ্রাবণের সংক্রান্তি। সকাল হইতে ঘনবৃষ্টিপাতের আর বিরাম ছিল না। তিন দিন জ্বর ভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সন্ধ্যার পর বিছানায় উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বাড়ী ছিল না। পরশু, স্ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে শ্রীরামপুরে এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে কিছু

প্রাপ্তির আশায় যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কথা ছিল কোন মতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে। পরশু গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও যাইতে বসিয়াছে তাঁহার দেখা নাই। অনেক দিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন তখন কাঁদিয়াছে, অনেক দিনের পর আজ সে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পায় মানত করিতে করিতে তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে। আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে না পরিয়া, সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায় ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি জানিয়া তাঁর কি ঘটিল! একে দুঃখে কষ্টে অনাহারে দেহ তাঁহার দুর্ব্বল, তাহাতে পথশ্রম—কোথায় অসুখ হইয়া পড়িলেন, না গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, কি সর্ব্বনাশ ঘটিল,—ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে—কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ্, বাড়ীতে পিতাম্বরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবধূকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ীর মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এখন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল,

মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোন মতে হাতে পায় ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় ঘা পড়িল। বিরাজ একবার কাণ পাতিয়া শুনিল, দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'যাই' বলিয়া চোখের পলকে ছুটিয়া আসিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিল! অথচ, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিল না।

যে করাঘাত করিতেছিল, সে ওপাড়ার চাষাদের ছেলে। বলিল, —"মা ঠাকরুণ, দা' ঠাকুর একটা শুক্‌না কাপড় চাইলে—দাও।"

বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাটে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"কাপড় চাইলেন—কোথায় তিনি?"

ছেলেটি জবাব দিল,—"গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি করে এই সবাই ফিরে এলেন যে।"

"গতি করে?"

বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাদের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন দুই পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তিনি মরিয়াছেন, দাহ করিয়া এইমাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষকালে জানাইল, দাদাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেহ নাড়ী ধর্‌তে পারে না, তাই তিনিও সেই দিন হইতে সঙ্গে ছিলেন।

বিরাজ টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে এক খানা কাপড় দিয়া, শয্যা আশ্রয় করিল।

জনপ্রাণিশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে যাহার স্ত্রী একা, জ্বরে দুশ্চিন্তায় অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত, সেই হতভাগিনীর বলিবার কি করিবার আর কি বাকী থাকে? আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিতে লাগিল,—বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই। আছে শুধু যম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়াবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, ঝিল্লীর ডাকে, বাতাসের স্বননে কেবল 'নাই' 'নাই' শব্দই তাহার দুই কাণের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাঁড়ারে চাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই,—সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই—ও বাড়ীতেছোট বৌ নাই—সকলের সঙ্গে আজ তাহার স্বামীও নাই। অথচ, আশ্চর্য্য এই কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশও বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত; কিন্তু, আজ কি এক রকমের শুষ্ক অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।

এমনই নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল, ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু সমস্ত ভাব্‌নাই এল'-

মেল'! অথচ, ইহারই মধ্যে অভ্যাসবশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,—"কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে!"

আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, ত্বরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে করিয়াভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে! কিন্তু কিছু নাই,—একটা কণাও তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া এক মূহুর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের প্রদীপ ফুঁ দিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ স্তব্ধতা, ঘনগুল্মকণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথ, কিছুই তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটীর, সে সেইদিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রাঙ্গণের উপরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'তুলসী!'

ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল—

"এই আঁধারে তুমি কেন মা?"

বিরাজ কহিল, "চাট্টি চাল দে।"

"চাল দেব?" বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রার্থনার সে কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে, তুলসী, একটু শীগ্‌গীর ক'রে দে।"

তুলসী আরও দু' একটা প্রশ্নের পর চাল আনিয়া বিরাজের

আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু, এ মোটা চালে কি কাজ হবে মা? এ ত তোমরা খেতে পারবে না।"

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"পারব।"

তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিল বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, "কাজ নেই, তুই একা ফিরে আস্‌তে পারবিনে বলিয়া নিমিষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ এত বড় অপমান তাহাকে তেমন করিয়া বিঁধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল নীলাম্বর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত ঐ দিকে টানিতে লাগিল, কিন্তু, এখন আর তাহাকে এক পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ-সংস্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া উঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমিষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর একটিবারমাত্র মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল, সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল তাঁহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া পোড়াইতে গিয়া তাহারা যে এই তিনদিন

অবিশ্রাম গাঁজা খাইয়াছে, সে কথা তাহার অগোচর রহিল না। মিনিট পাঁচ ছয় এই ভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া হয়নি ?"

নীলাম্বর বলিল,—"না !"

বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল।

নীলাম্বর সহসা ডাকিয়া বলিল, "শোন", এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে ?

বিরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—'ঘাটে !'

নীলাম্বর অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, "না, ঘাটে তুমি যাও নি।"

"তবে যমের বাড়ী গিয়েছিলুম" বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল।

নীলাম্বর তখন চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা তখন উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি স্বরূপে কহিল, "কোথা গিয়েছিলে ?"

বিরাজ নিজের উদ্যত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিবৃত্ত করিয়া শান্তভাবে বলিল, "আজ খেয়ে শোও, সে কথা কাল শুন'।"

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আজই শুন্‌ব। কোথায় ছিলে বল ?"

তাহার জিদের ভঙ্গি দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিয়া বলিল, —"যদি, না বলি ?"

"বল্‌তেই হবে ; বল।"

"আমি ত কিছুতেই বল্‌ব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুন্‌তে পাবে।"

নীলাম্বর এ হাসিটুকু লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল—সে চোখে আর আচ্ছন্ন ভাব নাই, হিংসা ও ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ভীষণ কণ্ঠে বলিল, "না, কিছুতেই না, কোন মতেই না। না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত আমি খাব না।"

বিরাজ চম্‌কাইয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চম্‌কায় না।

সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া গিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কি বল্‌লে ? আমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবে না ?"

"না, কোন মতেই না।"

"কেন ?'

নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "আবার জিজ্ঞেস কচ্চ, কেন ?"

বিরাজ নিঃশব্দ স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল—"বুঝেচি। আর জিজ্ঞেস কর্‌ব না। আমিও কোনমতে বল্‌ব না, কেননা, কাল যখন তোমার হুঁস হবে, তখন নিজেই বুঝ্‌বে—এখন তুমি তোমাতে নেই।"

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধি ভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, "গাঁজা খেয়েচি, এই বল্‌চিস্‌ ত ? গাঁজা আজ আমি নূতন খাইনি যে, জ্ঞান হারিয়েছি। বরং জ্ঞান হারিয়েচিস্‌ তুই ! তুই আর তোতে নেই।"

বিরাজ তেমনিই মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল,—"কার চোখে ধূলা দিতে চাস্‌ বিরাজ ? আমার ? আমি অতি মূর্খ তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোট ভাই যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নহিলে কেন বল্‌তে পারিস্‌ নে কোথা ছিলি ? কেন মিছে কথা বল্‌লি তুই ঘাটে ছিলি ?"

বিরাজের দুই চোক এখন ঠিক পাগলের চক্ষুর মত ধক্‌ ধক্‌ করিতে লাগিল, তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল,— "মিছে কথা বল্‌ছিলুম এ কথা শুনলে তুমি লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে—হয়ত তোমার খাওয়া হবে না, তাই,—কিন্তু, সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা সরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। কিন্তু, তুমি মিছে কথা বলনি ? একটা পশুরও এত বড় ছল কর্‌তে লজ্জা হ'ত, কিন্তু, তোমার হ'ল না। সাধু পুরুষ রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে রেখে কোন্‌ শিষ্যের বাড়ীতে তিন দিন ধ'রে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে, ব'ল ?"

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। 'বল্‌চি', বলিয়া হাতের কাছের শূন্য পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে

নিক্ষেপ করিল। বদ্ধ ডিবা তাহার কপালে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া খুলিয়া নীচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণ বহিয়া, ঠোঁটের প্রান্ত দিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বিরাজ বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আমাকে মার্‌লে ?"

নীলাম্বরের ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল, বলিল—"না মারিনি। কিন্তু দূর্ হ' সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস্ নে—অলক্ষ্মী দূর হয়ে যা !"

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বলিল, "যাচ্চি।" এক পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু সহ্য হবে ত ? কাল যখন মনে পড়্‌বে জ্বরের উপর আমাকে মেরেচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি, তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা ক'রে এনেচি—সইতে পার্‌বে ত ? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে ত ?"

রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল—সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিরাজ আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল,—"এই এক বছর যাই যাই ক'র্‌চি কিন্তু, তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি নি। চেয়ে দেখ দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখ্‌তে পাইনে, এক পা চল্‌তে পারিনে—আমি যেতুম না ; কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখ্‌ব না। তোমার পায়ের নীচে মর্‌বার লোভ আমার সব চেয়ে বড় লোভ,—সেই লোভটাই

আমি কোন মতে ছাড়্তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম" বলিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে খিড়কির খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকার বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নীলাম্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। কোন্ মায়ামন্ত্রে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদুপ্রবাহিনী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে! যে কাল পাথর খণ্ডটার উপর এক দিন বসন্ত-প্রভাতে দুইটি ভাই বোন্কে অসীম স্নেহসুখে এক হইয়া বসিতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কাল' পাথরটার উপর বিরাজ আজিকার আঁধার রাত্রে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর-ভিত্তিতে ধাক্কা খাইয়া আবর্ত্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেই দিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কাল পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কাল আকাশ, সুমুখে কাল জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ, স্তব্ধ বনানী,—আর বুকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কাল আত্ম-হত্যা প্রবৃত্তি। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া নিজের হাত পা বাঁধিতে লাগিল।

[১২]

প্রত্যুষে আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি জল পড়িতে ছিল। নীলাম্বর খোলা দরজার চৌকাটে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্তকর্ণে শব্দ আসিল, হাঁ গা, বিরাজবৌমা !”

নীলাম্বর ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত, শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে দাঁড়াইয়া তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে ভ্রান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোর গোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, “মা কোথায় বাবু ?”

নীলাম্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “তুই তবে কাকে ডাক্‌ছিলি ?”

তুলসী বলিল, “বৌ মাকেই ত ডাক্‌ছি বাবু। কাল এক পহর রেতে কোথাও কিছু নেই এই অঁাধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ী মোটা চাল চেয়ে আন্‌লেন, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জান্‌তে এলুম সে চেলে কি কাজ হ’ল ?”

নীলাম্বর মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু কথা কহিল না।

তুলসী বলিল, "এত ভোরে তবে খিড়কি খুললে কে? তবে বুঝি বৌমা ঘাটে গেছেন" বলিয়া চলিয়া গেল।

নদীর ধারে ধারে প্রতি গর্ত্ত, প্রতি বাঁক, প্রতি ঝোপ ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্তদিন অভুক্ত, অস্নাত নীলাম্বর সহসা একস্থানে থামিয়া পড়িয়া বলিল, "এ কি পাগ্‌লামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকী আছে? এর পরেও সেকি কোথাও কোন কারণে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে? তবে, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া ফিরিতেছি!" এ সব চোখের সাম্‌নে এম্‌নই সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা ঠেলিয়া, মাঠ ভাঙিয়া, নালা ডিঙাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায় যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব ক্ষণকালের জন্য মেঘের ফাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ী ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝে তখনও আসন পাতা, তখনও গতরাত্রির বাড়াভাত শুকাইয়া পড়িয়া আছে—আরশলা ইঁদুরে ছুটাছুটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে ভোরের আঁধারে ঠাহর করে নাই, এখন ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিল ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অভুক্ত স্বামীর জন্য বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে লুকাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটুকথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

নীলাম্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়েমানুষের মত গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন, এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথাও ভাবিতে পারিল না। সে স্ত্রীকে চিনিত। সে যে কত অভিমানী, প্রাণ গেলেও সে যে পরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতরে এত সত্বর এমন হাহাকার উঠিল। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রান্ত আবৃত্তি করিতে লাগিল—"এ আমি সইতে পারব'না বিরাজ, তুই আয়।"

সন্ধ্যা হইল, এ বাড়ীতে কেহ দীপ জ্বালিল না, রাত্রি হইল, রান্নাঘরে কেহ রাঁধিতে প্রবেশ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখমুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না, দু'দিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না, বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদিত চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্য্যোগের বার্ত্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সকাল। বাহিরের দিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা

বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাম্বর অস্ফুট-স্বরে কি একটা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে গিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত ছোটবৌ হেঁট মাথা তুলিতে না তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু-ভারাক্রান্ত রক্তাভ চোখ দুটি তুলিয়া বলিল.—"তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? দুঃখে কষ্টে দিদি আত্ম-ঘাতী হ'লেন, তবুও আমরা পর হ'য়ে থাকব? তুমি থাক্‌তে পার থাকগে, আমি আজ থেকে ও বাড়ীর সব কাজ কর্‌ব।"

পীতাম্বর চম্‌কাইয়া উঠিল,—"সে কি কথা?"

মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল।

পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়, "তাঁর দেহ ভেসে উঠ্‌বে ত!"

ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, "না উঠ্‌তেও পারে। স্রোতে ভেসে গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা গঙ্গা হয়ত বুকে তুলে নিয়ে-চেন। তা ছাড়া, কেবা সন্ধান করেচে, কেবা খুঁজে বেড়িয়েচে বল?"

পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল, বলিল, "আচ্ছা, আমি খোঁজ করাচ্চি।" একটু ভাবিয়া বলিল, "বৌঠান মামার বাড়ী চ'লে যান্ নি ত?"

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কক্ষন' না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যান নি, নদীতেই প্রাণ দিয়েচেন।"

"আচ্ছা, তাও দেখ্‌চি" বলিয়া পীতাম্বর শুষ্কমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া, একজন প্রজাকে বিরাজের মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া জীবনে আজ সে প্রথম পুণ্যের কাজ করিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "যত্নকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ভাঙিয়ে দাও আর যা' পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না," বলিয়া গুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চার পাঁচ দিন কামাই হওয়ায় তাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুছিয়া ভাবিতেছিল, ইনি যে মুখের পানে চাহিতে পারেন নাই সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে!

নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া শুব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুমুখের দেওয়ালে টাঙান' রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেল গাড়ী হয় নাই তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাম্বর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল। ঠাকুর দেবতা জিনিষটা তাহার কাছে ঝাপ্‌সা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার মত ডাকিতে

পারিলে এঁরা যে সুমুখে আসেন, কথা ক'ন, এ সমস্ত তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তাই, ইতঃপূর্ব্বে গোপনে গোপনে এই পটখানিকে কথা কহাইবার কত প্রয়াস সে যে করিয়াছে তাহার অবধি নাই, কিন্তু সফল হয় নাই। অথচ, এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে, এমন সংশয় কোন দিন মনে উঠে নাই পট সত্যই কথা কহে কি না! লেখা পড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তারপর, বিরাজের কাছে রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে এবং এক আধটু চিঠি পত্রলিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরণের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি তর্কও সহিতে পারিত না। ছেলেবেলায় এই সব লইয়া কখনও বা পীতাম্বরের সহিত কখনও বা বিরাজের সহিত মার পিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল—তেমন মানিত না। একবার সে মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ী উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া বিরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছি, মা, গুরুজনকে অমন করে কামড়ে দিতে নেই।"

বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল,—"ও আমাকে আগে মেরেছিল।" তিনি পুত্রকে ডাকিয়া শপথ দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, আজ প্রায় ত্রিশ হইতে চলিয়াছে,—সেই

অবধি মাতৃভক্ত নীলাম্বর সে দিন পর্য্যন্ত মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

আজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এই সব বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটা সোজা কথায় বিড়বিড় করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিল—"অন্তর্য্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখ্‌তে পেয়েচ। সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিও না।" তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। হটাৎ তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।

"বাবা!"

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল ছোটবৌ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোম্‌টা, সে সহজকণ্ঠে বলিল,—"আমি আপনার মেয়ে, বাবা ভেতরে আসুন, স্নান ক'রে আজ আপনাকে দুটি খেতে হবে।"

প্রথমে নীলাম্বর নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে, তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই, ছোট বউ পুনরায় বলিল,—"বাবা, রান্না হয়ে গেছে।"

এইবার সে বুঝিল, একবার তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল বিরাজবৌ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত্ত পীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপ ঝাড়, মৃত দেহ কোথাও না কোথাও আটকাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া, ধারে ধারে বেড়াইয়া, তট-ভূমের সমস্ত বন জঙ্গল লোক দিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, তখন তাহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইল, বৌঠান আর যাই করুক, নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে একটা সন্দেহ তাহার মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সন্দেহটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। অথচ কাহারও কাছে বলিবার যো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিভ কাটিয়া কাণে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে ঠাকুর দেবতাও মিছে, দিনও মিছে" দেওয়ালে টাঙান' অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি ওঁর অংশ ছিলেন। এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক আমি জানি" বলিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ, সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাসুরের সহিত কথা কহিতে সুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটুখানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সেই জানিল কি, ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা ওঁর বুকে বিঁধিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, "মা, যত দোষই করে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করিনি, তবে কি ক'রে সে মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল? আর সইতে পার্‌ছিলনা, তাই কি গেল মা?"

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল—বলে, দিদি যাবে বলিয়াই একদিন স্বামীর ভার তাহার উপরে দিয়াছিল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

পীতাম্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?"

মোহিনী জবাব দিল, "বাবা বলি, তাই কথা কই।"

পীতাম্বর হাসিয়া, কহিল, "কিন্তু লোকে শুন্‌লে নিন্দে কর্‌বে যে!"

মোহিনী রুষ্টভাবে বলিল,—"লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব।" পরে কাজে চলিয়া গেল।

[১৩]

পনর মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাস জলে স্থলে আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপ-রাহ্ন বেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া

বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, মাথায় ছোট ছোট জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারত খানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মা, পুঁটিদের বোধ করি আজ আর আসা হ'ল না।'

শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা নিরাভরণা ছোটবৌ অনতিদূরে বসিয়া এতক্ষণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, "না বাবা, এখনও সময় আছে—আস্‌তেও পারে।" দুর্দ্দান্ত শ্বশুরের মৃত্যুতে পুঁটি এখন স্বাধীন। সে স্বামী পুত্র দাস দাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ী আসিতেছে, এবং পূজার কয় দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোন সংবাদ জানে না। তাহার মাতৃসমা বৌদিদি নাই—ছয়মাস পূর্ব্বে সর্পাঘাতে ছোট দাদা মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, এক সঙ্গে এতগুলা সে কি সইতে পারবে মা!"

প্রিয়তমা ছোট ভগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুষ্ক চক্ষে জল দেখা দিল। যে রাত্রে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "আমার কোন ওষুধ পত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচ্‌তেও চাইনে," বলিয়া সর্ব্বপ্রকার ঝাড় ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নীচে মাথা ঘষিয়াছিল, এবং বিষের যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পা ছাড়ে নাই, সেই দিন নীলা-

স্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিয়াছে। পতিব্রতা, সাধ্বী ছোটবধূ নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রহিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "সে জন্যেও তত দুঃখ করিনে মা; আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান্ নিতেন ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হল না। পুঁটি এখন বড় হয়েচে, তার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েচে, তার মায়ের মন বৌদি'র এ কলঙ্ক শুন্‌লে বল ত মা, তার বুকের ভেতর কি কর্‌তে থাক্‌বে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতে পারবে না।"

সুন্দরী আত্মগ্লানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস দুই পূর্ব্বে নীলাম্বরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল সে রাত্রে বিরাজ মরে নাই, জমীদার রাজেন্দ্রের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাম্বরের মনঃকষ্টও আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে করিয়াছিল, এ কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাম্বর এ কথা বলিয়াছিল।

সেই কথা মনে করিয়া ছোটবৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।"

"কি ক'রে লুকাবে মা? যখন জিজ্ঞেস কর্‌বে বৌদি'র কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দেবে?"

ছোটবৌ বলিল, "যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েছেন—তাই।"

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, "তা' হয় না মা। শুনেচি,

পাপ গোপন কর্‌লেই বাড়ে, আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভরা আর বাড়িয়ে দেব না।" বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সে টুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্ষমা, তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোট বৌ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে, মৃদুস্বরে বলিল,—"এ সব কথা হয়ত সত্যি নয়, বাবা।"

"কোন্ সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?"

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল,—"সত্যি বই কি মা—সব সত্যি। জানত মা, রেগে গেলে সে পাগলীর জ্ঞান থাকৃত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল, তখনও তাই। তাতে, যে অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম, সে সহ্য কর্‌তে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পার্‌তেন না—সে ত মানুষ।" নীলাম্বর হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিনদিন খায় নি, জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপতে আমার জন্যে দুটি চাল ভিক্ষে কর্‌তে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—" আর সে বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোটবৌ নিজেও তেমনই করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাটিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মুখ মুছিয়া বলিল, "অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কি

ক'রে জানিনে সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়ীতে গিয়ে ওঠে, তার পরে—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী, পাগ্‌লীকে আমার সেই রাতেই রাজেন বাবুর বজ্‌রায় তুলে দিয়ে আসে"—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা সরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কক্ষণ সত্যি নয় বাবা, কক্ষণ সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাক্‌তে এমন কাজ তাঁকে কেউ করাতে পার্‌বে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তেন না।"

নীলাম্বর শান্তভাবে বলিল, "তাও শুনেচি। হয়ত তোমার কথাই সত্যি মা, দেহে তার প্রাণ ছিল না। ভাল ক'রে জ্ঞান বুদ্ধি হ'বার পূর্ব্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায় নি, আজও ত আমার কাছে আছে," বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্ত-স্তম স্থান পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত, পাণ্ডুর নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে ক্রোধ বা হিংসা-দ্বেষের এতটুকু ছায়া নাই,—আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা ও অনন্ত ক্ষমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে মনে মনে বলিল, "দিদি চিনেছিল, তাহাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাক্‌তে চাইত না।"

দীর্ঘ চার বৎসর পরে পুঁটি বাপের বাড়ী আসিয়াছে, এবং

বড়-মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয় মাসের শিশু পুত্র, পাঁচ ছয় জন দাস দাসী, এবং অগণিত জিনিস পত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ষ্টেশনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে সুরু করিয়াছিল, উচ্চ রোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ী ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাত্রে নিজে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না; এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদি'কে বরঞ্চ সে ভয় করিত, সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষ মানুষও মনে করিত না, সঙ্কোচও করিত না। সমস্ত আবদার উপদ্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বের দিনও সে বৌদি'র কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ক্রোধ ও দ্বেষের পরিসীমা রহিল না। তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে পুঁটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরকুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদা'র সর্পাঘাত তাহাকে বিঁধিল না, এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক্ হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দু'দিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল,

"আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যা'ব, তুমি এই সব লট বহর নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয় তুমিও সঙ্গে চল।"

যতীন অনেক যুক্তি তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার জিনিষ পত্র বাঁধা বাঁধির উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। পুঁটি, সুন্দরীকে একবার গোপনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল কিন্তু, সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখাতে পারিব না এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি, আর কিছু বলিবার নাই। পুঁটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুঁটির নিদারুণ উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাত জোড় করিয়া মনে মনে বড়জাকে স্মরণ করিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আর কে বুঝ্‌বে! যেখানেই থাক, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ক'রে থাক সেই আমার সর্ব্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধ প্রকৃতির; আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল, কাহাকেও কোন কথাটি বলিলনা। ভাসুরকে খাওয়াইবার ভার পুঁটি লইয়ছিল, এ কয়দিন সেখানেও বসিবার তাহার আবশ্যক হইল না।

যাইবার দিন নীলাম্বর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি যাবে না মা?"

ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

পুঁটি ছেলে কোলে করিয়া দাদার পাশে আসিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিল, "সে হয় না মা! তুমি একলাটি কেমন ক'রেই বা থাকবে, আর থেকেই বা কি হ'বে মা? চল।"

ছোটবৌ তেমনই হেঁট মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, আমি কোথাও যেতে পারব না।"

ছোটবৌ'র বাপের বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তাঁরা অনেকবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই।

নীলাম্বর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কোথাও যেতে পারবেনা মা?"

ছোট বৌ চুপ করিয়া রহিল।

"না বল্‌লে ত আমারও যাওয়া হ'বেনা মা!"

ছোটবৌ মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি যান আমি থাকি।"

"কেন?"

ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা যেন প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা।"

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখ মুখ ধাঁদিয়া দিলে

যেমনি হয়, তেমনই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, "ছি, মা, তুমিও যদি এমন খ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হ'য়ে যাও, তাহ'লে আমার উপায় কি হ'বে?" ছোটবৌ চোখের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন, স্থির মৃদুস্বরে বলিল, "অবুঝ হইনি বাবা। আপনাদের যা' ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌তে দেখ্‌ব, ততদিন কা'রও কোন কথা আমি বিশ্বাস কর্‌ব না।"

ভাই বোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সে তেমনই সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হ'তে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আস্‌বেন,—যতদিন বাঁচ্‌ব, এই আশায় পথ চেয়ে থাক্‌ব—আমাকে কোথাও যেতে বল্‌বেন না বাবা!" বলিয়া এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা কাহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না, যে কান্না তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পুঁটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নীচে বসাইয়া দিয়া আজ প্রথম সে

এই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"বৌদি" ! কখন তোমাকে চিনিতে পারিনি বৌদি'—আমাকে মাপ কর !"

ছোটবৌ হেঁট হইয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

[১৪]

বিরাজের মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরিল না। সেই রাত্রে, মরিবার ঠিক পূর্ব্বমূহূর্ত্তে তাহার বহুদিন ব্যাপী দুঃখদৈন্য-পীড়িত দুর্ব্বল বিকৃত মস্তিষ্ক, অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন আঁচল দিয়া হাত পা বাঁধিতেছিল, তখন কোথায় বাজ পড়িল, সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে, ওপারের সেই স্নানের ঘাটে ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এগুলা এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টি অপেক্ষা করিয়াছিল, চোখোচোখি হইবামাত্রই ইসারা করিয়া ডাক দিল, বিরাজ সহসা ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত ! বেশ !"

কামারের জাঁতার মুখে জলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া

জলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল্য অমূল্য হৃদয়খানি জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী ভুলিল, ধর্ম্ম ভুলিল, মরণ ভুলিল, এক দৃষ্টে প্রাণ-পণে ওপারে ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়্ কড়্ করিয়া অন্ধকার আকাশের বুকচিরিয়া বিদ্যুৎ জলিয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়াইয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে দেখিল, তাহার পর লঘুহস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিমিষে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদশব্দে কত কি সর্ সর্, খস্ খস্ করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পঞ্চাননঠাকুরতলায় তাহার ঘর, পূজা দিতে গিয়া কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ গ্রামের বধূ হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথ ঘাটই সে চিনিত, কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পান্সি খানি ওপারের দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ওপারে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্ত্তে দুটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজের মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিত না। তাহাদের ঘাটের কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার

তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ঋজু দেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, "কে অমন ক'রে মার্‌লে বৌমা?"

বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, "আমার গায়ে হাত তুল্‌তে পারে, সে ছাড়া আর কে সুন্দরী, যে বারবার জিজ্ঞেস কচ্চিস?" সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আরও ঘণ্টা দুই পরে একখানি সুসজ্জিত বজ্‌রা নোঙর তুলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ, সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, "তুই সঙ্গে যাবিনে?"

"না বৌমা, আমি এখানে না থাক্‌লে লোকে সন্দেহ কর্‌বে; যাও মা ভয় নেই, আবার দেখা হ'বে।"

বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পান্‌সিতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সুশ্রী বজ্‌রা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণীর অভিমুখে যাত্রা করিল, দাঁড়ে শব্দ ছাপাইয়া বাতাস চাপিয়া আসিল, দূরে একাধারে মৌন রাজেন্দ্র নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে লাগিল, বিরাজ পাষাণমূর্ত্তির মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেন্দ্র অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল, বজ্‌রা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল। বিরাজের রুক্ষ চুল এলাইয়া

লুটাইতেছে, মাথার আঁচল খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে,—কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই। কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কিন্তু রাজেন্দ্রের একি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূত প্রেতের ভয়ে মানুষের বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করিয়া উঠে, তাহারও সমস্ত বুক জুড়িয়া ঠিক তেমনই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়া রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে! দুই বৎসর অহর্নিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিদ্রায় জাগরণে ধ্যান করিয়াছে, চোখের দেখা দেখিবার লোভে আহার নিদ্রা ভুলিয়া বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের অগোচর এই সংবাদ আজ যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার কাণে কাণে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুমুখে নদী বাঁকিয়া গিয়া উভয় তীরের দুই প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়, বহুপ্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কঞ্চি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল, বজ্‌রা এইখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে রাজেন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া, কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল,—

"তুমি—আপনি—আপনি ভেতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডাল পালা লাগ্‌বে।"

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সুমুখে একটা ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতে ছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে চোখোচোখি হইল। পূর্ব্বেও হইয়াছে, তখন দুর্বৃত্ত পরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু, আজ নিজের অধিকারের মধ্যে, নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুমুখে মাথা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু বিরাজ চাহিয়াই রহিল। তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ, মুখে তাহার আবরণ নাই, মাথায় এতটুকু আঁচল পর্য্যন্তও নাই। এই সময়ে বজ্‌রা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়িরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডাল-পালা সরাইতে ব্যস্ত হইল, নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাঁটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর; "ওরে, সাবধান!" বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়িদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদেরই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশ্যে— "লাগ্‌বে—ভেতরে আসুন" বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল।

বিরাজ, মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মা গো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল!

সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিল। তখন, অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ ও রক্তমাখা সিঁথার সিঁদুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মাতাল সে আগুনের সুমু[খে]

হইতে আহত কুক্কুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নীচে ক্লেদাক্ত, শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যে ভাবে লাফাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিরাজ ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল,—একবার জলের দিকে চাহিল, পরক্ষণে, "মা গো! একি কল্লুম মা!" বলিয়া অন্ধকার অতল জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দাঁড়ি মাঝিরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজ্‌রা উল্টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল,— আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র একচুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজ্‌রা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়ায় মাঝি উদ্বিগ্ন মুখে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, কি করা যা'বে? পুলিসে খবর দিতে হ'বে ত?" রাজেন্দ্র বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "কেন জেলে যাবার জন্যে? গদাই যেমন ক'রে পারিস্ পালা।" গদাই মাঝি পুরাণ লোক, বাবুকে চিনিত,—সবাই চিনে—তাই, ব্যাপারটা আগেই কতক অনুমান করিয়াছিল, এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল। সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপি চুপি আদেশ দিয়া বজ্‌রা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত

রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখ মুখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূরে আসিয়াও তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কাণ মলিয়া বলিল, ইহজীবনে ওকাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকান থাকে কেহই জানে না। পাগ্‌লী যে কাল চোখ দিয়া পৈতৃক প্রাণটা শুষিয়া লয় নাই, ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং কোন কারণে, কখনও যে সে ওমুখো হইতে পারিবে সে ভরসা তাহার রহিল না। মূর্খ কুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে, সতী যে কি বস্তু তাহা জানিত না। আজ পাপিষ্ঠের কলুষিত জীবনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অত বড় জমীদারপুত্রেরও ক্রীড়ার সামগ্রী নয়।

[১৫]

সে দিন অপরাহ্লে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাঁসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর যখন হইতে তাহার হুঁশ হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাত্রে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার পীড়ায় জর্জ্জর, উপবাসে অবসন্ন, ভ

দেহ, বিমল মন, সে নিদারুণ অপবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। দুঃখে দুঃখে অনেক দিন হইতেই সে হয়ত পাগল হইয়া আসিতেছিল, সেদিন অভিমানে, ঘৃণায়, আর তাঁহার মুখ দেখিবে না বলিয়া সব বাঁধন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু, মরে নাই।

তার পর বিকারের ঝোঁকে বজ্‌রায় উঠিয়াছিল, এবং অর্দ্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এতটাই মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। আর মনে পড়ে সে গৃহত্যাগিনী কুলটা—পরপুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিত না—ভাবিতে চাহিত না। তারপর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু, ভবিষ্যতের দিক্ হইতে নিজের চিন্তাকে সে প্রাণপণে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অণুপরমাণু অহর্নিশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে, তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া মূর্চ্ছার মত বোধ হইত।

একদিন অগ্রহায়ণের প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল, "এখন সে ভাল হইয়াছে, এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে।"

বিরাজ 'আচ্ছা' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে স্ত্রীলোকটি হাসপাতালের লোক।

সে বুঝিয়াছিল, এই পীড়িতার আত্মীয়স্বজন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, "রাগ ক'রনা বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁরা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর কো'ন দিন ত দেখ্‌তে এলেন না, তাঁ'রা কি তোমার আপনার লোক নয়?"

বিরাজ বলিল, "না, তাঁদের কখনও চোখেও দেখিনি। একদিন বর্ষার রাত্রে আমি ত্রিবেণীর কাছে জলে ডুবে যাই। তাঁরা বোধ করি দয়া ক'রে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।"

"ওঃ জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ী কোথা গা?"

বিরাজ মামার বাড়ীর নাম করিয়া বলিল, "আমি সেইখানেই যা'ব, সেখানে আমার আপনার লোক আছে।"

স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছিল, এবং বিরাজের মধুর স্বভাবের গুণে একটা মমতাও জন্মিয়াছিল, দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তাই যাও বাছা। একটু সাবাধানে থে'ক, দুদিনেই ভাল হয়ে যা'বে"।

বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, "আর ভাল কি হ'বে মা? এ চোখও ভাল হ'বে না, এ হাতও সবৃবে না।"

রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া

গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, কহিল, "বলা যায় না বাছা, সেরে যেতেও পারে।"

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথেয় দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি নিজের একবার মুখ দেখ্‌ব—একটা আরসী যদি—"

"আছে বৈকি, এখনই এনে দিচ্চি" বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি দর্পণ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আরসী খুলিয়া বসিল।

প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিবামাত্রই একটা অপরিমেয় ঘৃণায় তাহার মুখ আপনি বিমুখ হইয়া গেল। দর্পণটা ফেলিয়া দিয়া সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। মাথা মুণ্ডিত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কাল চুল কই? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল? সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অতুলনীয় কাঁচা সোণার মত বর্ণ কে হরণ করিল? ভগবান্! এ কি গুরু দণ্ড করিয়াছ! যদি কখনও দেখা হয় এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে!

যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহার হয়ত অতিক্ষীণ একটু

আশা অন্তঃসলিলার মত অতি নিভৃত অন্তঃস্তলে তখনও বহিতে-ছিল। দয়াময়! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল?

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যায় শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখন বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের ক্ষমা হয় না? সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহারই নাই? অন্তর্য্যামী ত জানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকু হইয়াছে, সেটুকুও কি তাহার একদিনের স্বামিসেবায় মুছিবে না? মাঝে মাঝে বলিত, "তাঁর মনে ত রাগ থাকে না, যদি হঠাৎ গিয়া পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি করেন তা হ'লে?" তাহা হইলে সম্ভবতঃ কি যে করেন, এ কল্পনাটাকে সে যে কত রঙে, কত ভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা, ভগবান! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া দুই পায়ে মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া দিলে। সে তার স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোন্ লজ্জায় আর এ মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিবে!

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল,—"কি হ'ল গা? কেন, কাঁদচ?" সে বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায়!

বিরাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বসিল, এবং কোন দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন লোকপরিপূর্ণ শব্দমুখর রাজপথের এক প্রান্ত বাহিয়া যখন সে তাহার অনভ্যস্ত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারা জীবনের অনুদ্দিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, "ভগবান্! হয়ত ভালই করিয়াছ। আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না,—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত, এই যাত্রারই উপযুক্ত! গ্রামের লোক জানিয়াছে সে গৃহত্যাগিনী কুলটা। তাই, সে মুখ খুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমনই হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান!" বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

[১৬]

কত দিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্ন দেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন!

তখন হইতে ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাঁধিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্ত্তমান জীবনে, অতীতের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান

নাই। তাহার শতছিন্ন বস্ত্র, জটাবাঁধা রুক্ষ একটু খানি চুল, মলিন ভিক্ষালব্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। তাহার তেমনই দেহ, তেমনই বর্ণ,—তেমনই সব। অথচ, এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স, এই দেহেরই তুলনা একদিন স্বর্গেও মিলিত না। অতীত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া ভগবান্ তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু, ভুলিতে পারে নাই দুটা কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে—আজও কথাটা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন্ দেশান্তরে তাহা জানে না বটে, কিন্তু, এটা জানে তাহা সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রাম পথ চলিয়াছে। যে সে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অপ্রমেয়ই হউক এ অবস্থা চোখে দেখিলে তাহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহা এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটিতেছে। কিন্তু, কোথায় তাহার অপরিচিত গম্যস্থান? কোথায় কোন্ ভূমিশয্যায় এই লজ্জাহত তপ্ত মাথাটা পাতিয়া এই লাঞ্ছিত জীবনটা নিঃশব্দে শেষ করিতে পাইবে?

আজ দুইদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে

—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগে ঘেরিয়াছে —কাশী, জ্বর, বুকে ব্যথা। দুর্ব্বলদেহের শক্ত অসুখে পড়িয়া হাঁসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতেই এই পথশ্রম, অনশন ও অর্দ্ধাশন। তাহার বড় সবল দেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আজ চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলই কি সেই গম্যস্থান? ইহার জন্যই কি সে এত দেশ, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল। গাছের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া তাহার কাণে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সুমুখে অপরিচিত গৃহস্থ বধূদের শান্ত মঙ্গল মূর্ত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন, কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসী তলায় দীপ দিয়া, কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে—এ সমস্তই সে চোখে দেখিতে লাগিল, কাণে শুনিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে আয়ু ঐশ্বর্য্য মাগিয়া লয় নাই। এই সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু, আজ আর পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত-তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থ বধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার

মনশ্চক্ষে প্রতি ঘরদোর, প্রতি প্রাঙ্গণপ্রান্তর, বাঁধান তুলসীবেদী, প্রতি দীপটি পর্য্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিল না, পীড়ার যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া নিরন্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যখন তাহারা রাঁধিতে গেল, সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তারপর সমস্ত কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তারই স্বামী! আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, এক দৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও ত তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে একি অসহ সুখ! নিদ্রায় জাগরণে, তন্দ্রায় স্বপনে, একি মধুর নিশাযাপন! বিরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। তখনও পূর্ব্বগগন স্বচ্ছ হয় নাই, তখনও ধূসর জ্যোৎস্না শাখা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে শেফালি পুষ্পের মত ঝরিয়া রহিয়াছে, সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে, কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জানাইয়া দিয়া গেলেন? তবে ত, এক মুহূর্ত্তও কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি

সহসা তাহার রুদ্ধ দৃষ্টি সজোরে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত হৃদয় আনন্দে মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে। আর দেখা হউক বা না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমেষের জন্যও স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না! এমন করিয়া তাঁহাকে যে পাবার পথ ছিল, অথচ, সে বৃথায় এতদিন স্বামীছাড়া হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, এই ত্রুটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি ডাকিতেছেন।

বিরাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "ঠিক ত! এই দেহটা কি আমার আপনার, যে তাঁর অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি! বিচার করিবার অধিকার আমার নয়—তাঁর। যা করিবার তিনিই করিবেন, আমি সব কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব।" বিরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আজ তাহার দেহ লঘু, পদক্ষেপ যেন কঠিন লাঠির উপর পড়িতেছে না, মন পরিপূর্ণ, কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ কি বিষম ভুল! একি অহঙ্কার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! এই কুরূপ কুৎসিত মুখ বিশ্বের সুমুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, যাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার, তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

[১৭]

পুঁটি দাদাকে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগরে, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছে। তাহার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতূহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাম্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে, সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ পালাই পালাই করিতেছে, ভারাক্রান্ত মন দেশে ফিরিবার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন, এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটবৌ মাঝে মাঝে পুঁটিকে চিঠি দেয়, তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন জঙ্গলের অবিশ্রাম টানে তাহার শীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি চায় দাদা সব ভুলিয়া আবার তেমনই হয়। তেমনই সুস্থ সদানন্দ, তেমনই মুখে মুখে গান, তেমনই কারণে অকারণ উচ্চহাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু, দাদা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিতে বসিয়াছে। আগে সে এমন করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। হতাশ হয় নাই, মনে করিত আরও দু'দিন যা'ক্। কিন্তু, দু'দিন করিয়া চার পাঁচ মাস কাটিয়া

গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার দিনে, মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলা বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলে বেলার কথা মনে করিয়া সে হয়ত, মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ক্ষমা করিবার জন্য, সেই বৌদিকে একটুখানি মাধুর্য্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময়ে সে নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল হইতেছে কৈ? একে ত, সংসারে এমন কোনও দুঃখ, কোনও হেতু সে কল্পনা করিতেও পারে না, যাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে, বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, আর পুঁটি ভ্রূক্ষেপ করে না, কিন্তু, ত্যাগ করিয়া যাইবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিদ্বেষেরও তাহার যেমন অন্ত রহিল না, সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া, তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে লালন করিয়া, যে মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, বাড়ী যাই চল।"

নীলাম্বর কিছু বিস্মিত হইয়াই বোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ, মাঘ মাসটা প্রয়াগে কাটাইয়া যাইবার কথা ছিল।

পুঁটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—"একটা দিনও আর থাক্‌তে চাইনে কালই যা'ব।"

তাহার রুষ্ট ভাব অবলোকন করিয়া নীলাম্বর একটুখানি বিষণ্ণ-ভাবে হাসিয়া বলিল, "কেনরে পুঁটি ?"

পুঁটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"কি হ'বে থেকে ? তোমার ভাল লাগ্‌চে না, তুমি যাই যাই ক'রে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠ্‌চ, না, আমি কিছুতেই এক দিনও থাক্‌ব না।"

নীলাম্বর সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল,—"ফিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যা'বরে ? এ দেহ সার্‌বে ব'লে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি—তাই চল্ বোন্ যা' হবার ঘরে গিয়েই হউক।"

দাদার কথা শুনিয়া পুঁটি অধিকতর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—"কেন তুমি সদা সর্ব্বদা তাকে এমন ক'রে ভাব্‌বে ? শুধু ভেবেই ত এমন হয়ে যাচ্চ।"

"কে বল্‌লে আমি তা'কে সদা সর্ব্বদা ভাবি ?"

পুঁটি তেমনই ভাবে জবাব দিল—"কে আবার বল্‌বে ? আমি নিজেই জানি।"

"তুই তা'কে ভাবিস্‌নে ?"

পুঁটি চোখ মুছিয়া উদ্ধত ভাবে বলিল—"না, ভাবিনে। তাকে ভাব্‌লে পাপ হয়।"

নীলাম্বর চমকিত হইল—"কি হয় ?"

"পাপ হয়। তা'র নাম মুখে আন্‌লে মুখ অশুচি হয়, মনে

আন্‌লে স্নান করিতে হয়," বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল দাদার স্নেহকোমল দৃষ্টি এক নিমিষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নীলাম্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিন স্বরে বলিল,— "পুঁটি!"

ডাক শুনিয়া সে ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে দাদার বড় আদরের বোন্, ছেলে বেলাতেও সহস্র অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শোনে নাই, এমন বড় বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার ক্ষোভে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাম্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে সে চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুপুর বেলা দাদার আহারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্ণে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলাম্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া সেই আসনেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পুঁটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরণ। ছেলে বেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাম্বরের সহসা তাহা মনে পড়িয়া দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমল স্বরে বলিল—"কি রে?"

পুঁটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলাম্বর তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে পুঁটি কান্নার স্বরে বলিল, "আর ব'লবনা দাদা।"

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "না, আর ব'ল না।"

পুঁটি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

নীলাম্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সে তোর গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েচে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখের ওকথায় গভীর অপরাধ হয়।" পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—

"কেন সে আমাদের এমন ক'রে ফেলে রেখে গেল?"

"কেন যে গেল পুঁটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্ব্বান্তর্যামী তিনি জানেন। সে নিজেও জান্‌ত না—তখন সে পাগল হ'য়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাক্‌লে সে আত্মহত্যাই ক'রত, এ কাজ ক'রত না।"

পুঁটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিল, "কিন্তু—এখন, তবে কেন আসে না দাদা?"

"কেন আসে না? আসবার যো নেই ব'লেই আসে না দিদি," বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া ক্ষণকাল পরেই বলিল, "যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে,

তার এতটুকু ফেরবার পথ থাক্‌লে. সে ফিরে আস্‌ত,—একটা দিনও কোথাও থাকৃত না। একথা কি তুই নিজেই বুঝিস্‌নে পুঁটি?"

পুঁটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝি দাদা।"

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, "তাই বল বোন্‌। সে আস্‌তে চায়, পায় না। সে যে, কি শাস্তি পুঁটি, তা' তোরা দেখতে পাস্‌নে বটে, কিন্তু, চোখ বুজলেই আমি তা' দেখি। সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় ক'রে আন্‌চেরে, আর কিছুই নয়।" পুঁটি কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া নিজের চোক মুছিয়া লইয়া বলিল,—"সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন—তখন—ব'ল্‌ত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখ্‌তে পায়, আর সাধ, সীতা সাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেচে।"

পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "তোরা সবাই তার অপরাধ দিস্‌—বারণ করতে পারিনে ব'লে, আমিও চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু ভগবান্‌কে ফাঁকি দিই কি ক'রে বল দেখি? তিনি ত দেখ্‌চেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই ব'ল্‌, আমি কোন্‌ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ না ক'রে কি

ক'রে থাকি! না, বোন্, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হ'ক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নাই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম, ভগবান্ করুন যেন পরজন্মেও তাকে পাই।"

সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল। পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল। সহসা তাহার মনে হইল দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল, "যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু, আমি তোমাকে একটি দিনও কোথাও একলা ছেড়ে দিব না।"

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে অনুদ্দিষ্ট মৃত্যু শয্যার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, সেই যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ! এখন সে বাড়ী যাইতেছে। তাহার দুর্ব্বল দেহ পথে যতই সকাতরে বিশ্রাম-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, সে ততই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোনও কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাশী যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কার অবধি ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলেবেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে এই উপায়ে মরণের পূর্ব্বে একবার নিজের দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি

না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে, মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। কিন্তু দামোদরের এধারে আসিয়া তাহার হাত পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতাশ হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। একি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে! আশা নাই, তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাত জোড় করিয়া স্বামীর পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় হাটবার ছিল, প্রভাত হইতে সে পথে গরুর গাড়ী চলিতে লাগিল, সে সাহসে ভর করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে আবেদন করিল। বুড়া মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া, সম্মত হইয়া গাড়ী করিয়া তারকেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশে পাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌর কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

কঠিন ব্যাধিপীড়িত কত নর-নারী, কত কামনায় এই দেবমন্দির ঘেরিয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া বিরাজ অনেক দিনের পর একটু শান্তি অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাধি আছে, কামনা আছে, সে, তাই

লইয়া এখানে নীরবে পড়িয়া থাকিতে পাইবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কৌতুহল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুঃখের মাঝেও আরাম পাইল। কিন্তু রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। মাঘের এই দুর্জ্জয় শীতে ত অনাহারে ছয় দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভরসা রহিল না। ভরসা রহিল শুধু মৃত্যুর,—সে, তা'রই জন্য আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল অপরাহ্ন না হইতেই আঁধার বোধ হইতে লাগিল। ও-বেলায় তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠায় মৃত-কল্প দেহটা যেন একেবারে নিঃশেষে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "বুঝি, আজই সব সাঙ্গ হইবে," এবং তখন হইতে মন্দিরের পিছনে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের পূজা হইয়া গেলে অন্য দিনের মত উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিতে পারিল না—মনে মনে করিল। এতদিন স্বামীর চরণে সে শুধু মিনতি জানা-ইয়াই আসিয়াছে। সে অবোধ নয়, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে এ জন্মের কোন দাবী রাখে নাই, শুধু পরজন্মের অধিকার না যায়, ইহাই চাহিয়াছে। না বুঝিয়া অপরাধ করার শাস্তি যেন এজন্ম অতিক্রম করিয়া পরজন্ম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত না হইতে পায়, এই ভিক্ষাই মাগিয়াছে; কিন্তু বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার ধারা সহসা এক আশ্চর্য্য পথে ফিরিয়া

গেল। ভিক্ষার ভাব রহিল না, বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া এক অপূর্ব্ব অভিমানের স্বর অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে বাজিয়া উঠিল। সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবলই বলিতে লাগিল,—"কেন তবে তুমি বলেছিলে!"

অজ্ঞাতসারে তখন তাহার পঙ্গু বাঁ হাত খানি স্খলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল টের পায় নাই, সহসা তাহারই উপর একটা কঠিন ব্যথা পাইয়া সে অস্ফুটস্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এটা যাতায়াতের পথ। ব্যক্তি না দেখিয়া এই অবশ শীর্ণ হাতখানি মাড়াইয়া দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আহা হা—কে গা এমন ক'রে পথের ওপর শুয়ে আছ? বড় অন্যায় করেচি—বেশী লাগে নি ত? চক্ষের পলকে বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া দেখিল, তা'রপর আর একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া চুপ করিল। এই ব্যক্তি নীলাম্বর, সে একবার একটুকু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণে সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ছিল না, চক্রবাল-বিচ্ছুরিত স্বর্ণাভা মন্দিরের চূড়ায়, গাছের আগায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া পুঁটিকে কহিল, "ওই রোগা মেয়ে মানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েচি বোন্, দেখ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস্—বোধ করি ভিক্ষুক।"

পুঁটি চাহিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের

কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত, তথাপি মনে হইল এ মুখ সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

"সাত গাঁয়" বলিয়া সে হাসিল।

বিরাজের সব চেয়ে মধুর সামগ্রী ছিল তাহার মুখের হাসি; এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও ভুল করিবার যো ছিল না।

"ওগো, এ যে বৌ'দি" বলিয়া সেই মুহূর্ত্তে পুঁটি সেই জীর্ণ শীর্ণ দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কথাবার্ত্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার অপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিল, "এখানে কাঁদিস্‌নে পুঁটি, ওঠ্" বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া স্ত্রীর শীর্ণ দেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

চিকিৎসার জন্য, উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন মতেই রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

নীলাম্বর পুঁটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল—"আর ক'টা দিন বোন্? যেখানে যেমন ক'রে ও থাক্‌তে চায়, দে। আর ওকে তোরা কেউ পীড়াপীড়ি করিস্ নে।"

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নিজের শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর এবং স্বামীর উপর তাহার কি যে ভীষণ তৃষ্ণা, তাহা যে কেহ চোখে দেখে, সেই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে জ্বরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে!

নীলাম্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না, এবং, প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, "ভগবান্, অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ইহলোকের মোহ কাটাইয়া দাও।"

গৃহত্যাগিনীর এই নিদারুণ গৃহের আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল। পুঁটি কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, "ছোটবৌ না।"

ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"হাঁ দিদি, আমি মোহিনী।"

"পুঁটি কোথায়?"

ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "তোমার পায়ের কাছে ঘুমাচ্চে।"

"উনি কৈ?"

"ও ঘরে আহ্নিক ক'চ্চেন।"

"তবে আমিও করি" বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, তারপর ছোটবৌ'র মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "বোধ করি, আজই চল্লুম বোন্, কিন্তু, আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমনই কাছে পাই।"

বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছিল কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিরাজের বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া চুপি চুপি বলিল, "ছোটবৌ, সুন্দরীকে একবার ডাক্‌তে পারিস্?"

ছোটবৌ রুদ্ধস্বরে বলিল, "আর তাকে কেন দিদি? সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বে রে, আস্‌বে। একবার ডাকা—আমি তা'কে মাপ ক'রে, আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও ওপর কোনও ক্ষোভ নেই। ভগবান্ আমাকে যখন ক্ষমা করেচেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা ক'রে যেতে চাই।"

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এ আর ক্ষমা কি দিদি ? বিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না—তিনি তোমাকেও নিতে বসেছেন। একটা হাত নিলেন, চোখ নিলেন, তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—"

বিরাজ হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"কি কর্‌তিস্ আমাকে নিয়ে ? পাড়ায় দুর্নাম রটেছে—আমার বেঁচে থাকায় আর ত লাভ নেই বোন্।"

ছোটবৌ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "আছে দিদি, তা ছাড়া ও ত মিথ্যে দুর্নাম,—ওতে আমরা ভয় করিনে।"

"তোরা করিস্‌নে, আমি করি। দুর্নাম মিথ্যে নয়, খুব সত্যি। আমার অপরাধ যত টুকুই হ'য়ে থাক্, ছোটবৌ তার পরে আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না। তোরা ভগবানের দয়া নেই বল্‌চিস্, কিন্তু—"

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুঁটি উচ্ছ্বসিত কান্নার স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—"ওঃ ভারী দয়া ভগবানের !"

এতক্ষণে সে চুপ করিয়া কাঁদিতেছিল আর শুনিতেছিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল,—"তাঁর এতটুকু দয়া নেই, এতটুকু বিচার নেই। যারা আসল পাপী তাদের কিছু হ'ল না—আর আমাদেরই তিনি এমনই ক'রে শাস্তি দিচ্চেন।"

তাহার কান্নার দিকে চাহিয়া বিরাজ নিঃশব্দে হাসিতে

লাগিল। কি মধুর, কি বুক-ভাঙ্গা হাসি! তারপর কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল,—"চুপ্ কর পোড়ামুখি চেঁচাস্‌নে।"

পুঁটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"তুমি ম'রনা, বৌ'দি, আমরা কেউ সইতে পারব না। তুমি ওষুধ খাও—আর কোথাও চল—তোমার ছুটি-পায়ে পড়ি বৌ'দি, আর দুটো দিন বাঁচ।"

তাহার কান্নার শব্দে আহ্নিক ফেলিয়া নীলাম্বর ত্রস্তপদে দ্বারের কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিল, পুঁটির যা' মুখে আসিল সে তাই বলিয়া ক্রমাগত অনুনয় করিতে লাগিল।

এইবার বিরাজের দুই চোখ বহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল।

ছোটবৌ সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া পুঁটিকে টানিয়া লইতেই সে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, সকলকে কাঁদাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে বিরাজ অবনত ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"কাঁদিস্‌নে পুঁটি শোন্।"

নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বিরাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে তাহা সে বুঝিল।

বিরাজ বলিতে লাগিল,—"না বুঝে তাঁর দোষ দিস্‌নে পুঁটি। কি সূক্ষ্ম বিচার, তবু, কত যে দয়া, সে কথা আজ আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। মরাই আমার বাঁচা, সে কথা আমি

সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা' বলিনি—সত্যিই বল্‌চি আর কত দেরী?" বলিয়া চেষ্টা করিয়া নিজের মাথা স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিল, "সকলের সুমুখে আর একবার তুমি বল, আমাকে মাপ করেচ?"

নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে "করেচি" বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিল।

বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "জ্ঞানে, অজ্ঞানে, এতদিনের ঘরকন্নায়, কতই না দোষ ঘাট করেচি—ছোটবৌ তুমিও শোন', পুঁটি, তুইও শোন্ দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও—আমি চল্লুম" বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল খুঁজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথার বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, "আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হ'ল—আর কিছু বাকী নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ—এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে।"

বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"এমনই ক'রে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেওনা" বলিয়া নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুষ্ক মুখে বসিয়া রহিল। রাত্রি বারটার পর হইতে আবার সে ভুল বকিতে লাগিল। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা—হাঁসপাতালের কথা—নিরুদ্দেশ পথের কথা—কিন্তু, সব কথার মধ্যেই অত্যুগ্র, একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্ত্তের ভ্রম কি করিয়া যে সতী সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সুমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহার করিতে হইত; সে দিন মাঝে মাঝে সে পুঁটিকে ডাকিয়া, ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তারপর, ভোর বেলায় সমস্ত ডাকাডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল। আর সে চাহিল না, আর কথা কহিল না, স্বামীর দেহে মাথা রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।